পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 55 Friday, 24 January, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা ✱ ১০ মাঘ ১৪৩১, শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘নেতাজি চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন’

নেতাজির গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনতে জন্মদিনে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ২৩ জানুয়ারিঃ কালচিনির সুভাষিনী চা-বাগানে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায় নানা বিষয় উঠে এল। আজ বন্ধ চা-বাগান খোলা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বৃহস্পতিবার কালচিনির সুভাষিনী চা-বাগানে সরকারি পরিষেবা প্রদান এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলাতেই থমকে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন। তাঁর সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গের জন্য কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করেছে, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যানের তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে এদিন কালচিনির সভায় এসে হাসিমুখে সৌজন্য বিনিময় করলেন জন বারলা। মুখ্যমন্ত্রীও পাল্টা সৌজন্য দেখান। তবে জন বারলার আজকের এই ঘটনায় চাপ বা।ল বিজেপির। তবে বন্ধ চা-বাগান খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উন্নয়নই আমাদের সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। আর মনে রাখবেন, উত্তরবঙ্গে যে ৫৯টা চা-বাগান খোলা হয়েছে, সেটাও আমরাই খুলেছি। কেন্দ্র একটাও বন্ধ চা-বাগান খোলেনি।’’ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি চা-বাগান খোলা হয়েছে। উৎসবের আগেও চা-বাগান খোলা হয়েছিল এবং বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্যদিকে কালচিনির সুভাষিনী চা-বাগানে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর সোজা চলে যায় মঞ্চে। সেখানে কথা বলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল-সহ দলের অন্যান্যদের সঙ্গে। আর এখানেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘বক্সা টাইগার রিজার্ভ নিয়ে গ্রিন ট্রাইবুনালের যে সমস্যা আছে

‘কেন্দ্র একটাও বন্ধ চা-বাগান খোলেনি’, এনডিএ সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন মমতা

সেটা দেখে নেব। জয়গাঁতে কয়েকজন মহিলা আমাকে জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে বস্তি উচ্ছেদের নোটিশ গিয়েছে। আমরা কাউকে উচ্ছেদ করব না। জেলাশাসক, এসপিকে বললাম এটা আমাদের কাজ নয়। আমরা অন্য রাস্তা দেখব। ৫৯টি চা-বাগান খুলেছি উত্তরবঙ্গে। চা-বাগানের মানুষদের পাট্টা এবং বাড়ি দুটোই দেওয়া হবে।’’ এছাড়া আজ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রাজ্য ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি কাজ করেছে রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাসে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। মানুষের কাজের জন্য চালু করা হয়েছে কর্মশ্রী প্রকল্পও। পর্যটনের বিকাশ থেকে শিক্ষার উন্নয়নে একাধিক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ, পানীয় জলের প্রকল্প করা হয়েছে। আদিবাসীদের জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৫০টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১২ লক্ষ মানুষকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে। অনেক চা-বাগান খুলে গিয়েছে। আগামী দিনে আরও খুলবে।’’ এদিন সরকারি পরিষেবা প্রদান এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন, নেতাজি চক্রান্তের শিকার। রাজ্যের কাছে থাকা অন্তর্ধান নিয়ে ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্র কেন গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনছে না? নেতাজির ‘অন্তর্ধান রহস্য’ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উনি চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। কীভাবে নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল? সেটা আজও জানি না। তাঁর জন্মদিন জানি। কিন্তু মৃত্যুদিন জানি না। তিনি চক্রান্তের বড় শিকার। দুঃখ হয়। তিনি দেশের জন্য অনেক লড়াই করেছেন। অথচ, সেই মানুষটা কোথায় হারিয়ে গেলেন তা আমরা জানি না।’’ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘নেতাজিই আমাদের শিখিয়েছিলেন সব ধর্মকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। সবার কথা ভাবতে। যিনি সবার কথা ভেবেছেন। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছেন, এত লড়াই করেছেন। তিনি কোথায় হারিয়ে গেলেন। আর খুঁজেই পেলাম না। ভাবলেই দুঃখ হয় যে ওনার সঙ্গে কী হয়েছে জানতেই পারলাম না।’’ এছাড়া আজ, কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদির মুখে একাধিকবার শোনা গিয়েছিল নেতাজি সংক্রান্ত সব ফাইল প্রকাশ্যে আনার কথা। কিন্তু তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিদেশ নীতির দোহাই দিয়ে অধিকাংশ ফাইলই প্রকাশ্যে আনা হয়নি বলে অভিযোগ।

নেতাজির জন্মদিনে ‘মৃত্যুদিন’টাও বলে দিলেন রাহুল গান্ধি!

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ সারা দেশ জুড়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি। প্রদানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকে নেতাজিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন বৃহস্পতিবার। প্রতি বছর এই দিন সাড়ম্বরে নেতাজির জন্মদিন পালন হলেও, তাঁর মৃত্যুদিন কারও জানা নেই। মৃত্যুর তারিখ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রিপোর্ট সামনে এলেও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়নি এখনও। আর এবার সেই নেতাজির ‘মৃত্যুদিন’ বলে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে করা একটি পোস্টে নেতাজির মৃত্যুদিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫। সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধিও ওই একই পোস্ট করেছেন, আর তা ঘিরেই বেড়েছে বিতর্ক। রাজনৈতিক নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, যে মৃত্যুদিন কেউ জানে না, তা কীভাবে বলে দিলেন রাহুল গান্ধি? সিপিএম নেতা বিমান বসু বলেন, ‘‘যেটা কেউ জানে না। সেটা কীভাবে বলবে! চিন বলেছে যে নেতাজি যে বিমানে ছিলেন, সেটা ভেঙে পড়েনি। নতুন মত বেরিয়ে এসেছে। আবার গবেষণা হবে। তার মধ্যে এভাবে মৃত্যুদিন বলা উচিত নয়।’’ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও এই নিয়ে বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘অনেক তদন্ত হয়েছে। রিপোর্টগুলি নেতাজির পরিবার মেনে নেয়নি, কারণ সেগুলি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।’’ হুগলি জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল সাহা বলেন, ‘‘নেতাজির মৃত্যু নিয়ে তিনটি কমিশন হয়েছে। কেউ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সর্বশেষ মুখার্জি কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ওই দিন কোনও বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। তাইহুকু সরকারও জানিয়ে দিয়েছে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। তা সত্ত্বেও জাপান থেকে চিতাভস্ম নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে বারবার।’’ তবে কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য রাহুল গান্ধির এই পোস্টে কোনও বিতর্ক দেখছেন না। তিনি বলেন, ‘‘জন্ম হলে মৃত্যু তো হবেই। তিনি আমাদের খুব প্রিয়। তবে একদিন না একদিন চলে যেতেই হবে। এর মধ্যে কোনও বিতর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।’’ উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই এক সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘নেতাজির জন্মদিন আমরা জানি। মৃত্যুদিন জানি না। উনি চক্রান্তের শিকার। দুঃখ হয়।’’

গরম আরও বাড়বে, জানাল হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ এ বছর একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জন্য সেভাবে জমিয়ে শীত পড়লো না। শীত আসছে আর যাচ্ছে করেই দু’মাস কাটিয়ে দিলো। বৃহস্পতিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ভরা মাঘ মাসে রীতিমতো ঘাম ঝরতে শুরু করেছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এই গরম আগামী দিনে আরও বাড়বে। আগামী দু’দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে চলেছে। যদিও আগামী ২৬ জানুয়ারির পর থেকে আবার তাপমাত্রা কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সকালের দিকে প্রবল কুয়াশায় দৃশ্যমানতা একেবারে কমে গেছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামীদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্তও কমে যেতে পারে। তবে এই সময় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আপাতত গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিরাজ করবে শুষ্ক আবহাওয়া। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস নতুন সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার, মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর একটি বা দুটি অংশে তুষারপাতের সাথে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং মালদা মোট ছ’টি জেলার একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও জোরাল হচ্ছে আন্দোলন!

তিলোত্তমার পরিবারের সঙ্গেই পথে নামছেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবি জোরাল হলেও ফাঁসি হয়নি, হয়েছে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা! আরজি কর কেসে শিয়ালদহ আদালতের রায় নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই! ইতিমধ্যেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছে রাজ্য। ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছে সিবিআই-ও। শুক্রবার তিলোত্তমার পরিবারকে সঙ্গী করে উত্তর কলকাতায় মিছিল করার কথা শুভেন্দু অধিকারীর। সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আদালতের রায় বের হওয়ার আগে থেকেই রাজ্য তথা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে একাধিকবার সরব হতে দেখা গিয়েছে তিলোত্তমার পরিবারকে। সিবিআইয়ের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সরব হয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই সরব ছিলেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। কিন্তু, সিবিআই দিনের শেষে সঞ্জয় ছাড়া আর কাউকেই মূল ঘটনায় দোষী হিসাবে দেখাতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে পদ্ম শিবিরের নেতারাও বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে রয়েছে বলেই মত রাজনীতির কারবারিদের বড় অংশের। এমতাবস্থায় তিলোত্তমার পরিবারের সঙ্গে একযোগে শুভেন্দুর মিছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কলেজ স্ট্রিট থেকে মহম্মদ আলি পার্ক পর্যন্ত এই মিছিল হওয়ার কথা। সোজা কথায় সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। এমনকী বিচারক অনির্বাণ দাসের মামলার রায়ে স্পষ্ট ভাবে পুলিশের পাশাপশি সিবিআইয়ের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এহেন আবহেই পরিবারকে সঙ্গী করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পথে নামা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত বিশ্লেষকদের। এদিকে এরইমধ্যে আবার বৃহস্পতিবার মৌলালি যুবকেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে রাজপথের দখল নেওয়ার ডাক দিয়ে গণ কনভেনশনের আয়োজন করে ডক্টর্স ফর ডেমোক্রেসি। সেই আলোচনার মঞ্চে হাজির ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় থেকে নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন। হাজির ছিলেন অ্যাপ ক্যাব চালক-সহ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও। প্রসঙ্গত, এর আগে তিলোত্তমার আন্দোলন সম্পর্কিত সকল কনভেনশনে রাজনীতির বড় মুখদের সেইভাবে হাজির থাকতে দেখা যায়নি। কিন্তু, এদিন দেখা যায় অন্য ছবি।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন বাড়তে পারে ২.৮৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে চলেছে অষ্টম কেন্দ্রীয় পে কমিশন। এই কমিশন নতুন করে বেতন, পেনশন এবং ভাতার হার নির্ধারণ করবে। এর ফলে দেশের এক কোটিরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ও পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। এবারের পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হতে পারে ২.৮৬। এর ফলে মাসিক পেনশনে বড়সড় বৃদ্ধি হতে পারে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কার্যকর হওয়া সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭, যা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেসিক পে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সপ্তম পে কমিশনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারী পেনশনভোগীদের ন্যূনতম পেনশন বর্তমানে প্রতি মাসে ৯,০০০ টাকা, এবং সর্বাধিক পেনশন মাসে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সর্বাধিক পেনশন সরকারি পরিষেবায় সর্বোচ্চ বেতনের ৫০ শতাংশ। বর্তমানে পেনশনভোগীদের মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে রক্ষা করতে ডিয়ারনেস রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, যা বর্তমানে বেসিক পেনশনের ৫৩ শতাংশ। সাধারণত ডিয়ারনেস রিলিফ প্রতি ছ’মাসে সংশোধিত হয় এবং এটি উপভোক্তা মূল্যসূচক-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে পেনশনভোগীরা মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেও তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। যদি অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬ নির্ধারিত হয়, তবে ন্যূনতম পেনশন যা বর্তমানে ৯,০০০ টাকা, তা বেড়ে মাসে ২৫ হাজার ৭৪০ টাকা হতে পারে, যা ১৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি। অন্যদিকে, সর্বাধিক পেনশন বর্তমান মাসে ১ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে বেড়ে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা অতিক্রম করতে পারে। পাশাপাশি, নতুন পেনশন স্কিমে ডিয়ারনেস রিলিফ স্কিমে আরও পেনশন বাড়ে পারে, সঙ্গে বাড়তে পারে গ্র্যাচুইটির সীমা এবং পরিবারের জন্য পেনশন।

কলকাতায় হেলে পড়েছে ৩০টি বহুতল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ বাঘাযতীন থেকে ট্যাংরা। হেলে পড়েছে একের পর এক বাড়ি। এই অবস্থায় গোটা কলকাতা জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কাছে উঠে এলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কলকাতা শহরে গত কয়েক মাসে মোট ৩০টি বহুতল হেলে পড়েছে। নির্মাণগত প্রযুক্তি ত্রুটির কারণে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বহুতল তৈরির কারণে এই বহুতলগুলি হেলে পড়েছে। জানা যাচ্ছে, এই বিপুলসংখ্যক হেলে পড়া বহুতলের মধ্যে ৬৫ শতাংশই বেআইনি। যেগুলি কোনও নকশা অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছে। কলকাতা শহরের বুকে কীভাবে এতগুলো বাড়ি রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল? শুধু তাই নয়, বেআইনি নির্মাণ তৈরি হয়েছে, এমনকী মানুষ বসবাস করতেও শুরু করেছে। সেটাই এখন চিন্তার বিষয় বিল্ডিং বিভাগের। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, বাঘাযতীনে যে ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে,এই ঘটনা যদি বাকিগুলির ক্ষেত্রে রাতের বেলায় ঘটে,তাহলে প্রাণহানি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। একাধিকবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছেন, শহরের বুকে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কি না,তা ঘুরে ঘুরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরে রাখছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, যে নজরদারির কথা বলা হচ্ছে সেটা কি শুধুই মাত্রই খাতায় কলমে? বিল্ডিং বিভাগের একটা তথ্য বলছে, মেয়র বরাবরই দাবি করে থাকেন, গত এক বছরে একশোর কাছাকাছি বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। বেআইনি নির্মাণ নয়,বরং কিছু ক্ষেত্রে সামান্য বেআইনি অংশ ভেঙেই সেটাকে নির্মাণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ কত তার আজ পর্যন্ত তথ্য দিতে পারিনি কলকাতা পুরসভা। কিন্তু একের পরে হেলে পড়তেই সমীক্ষা চালিয়ে এবং বরোভিত্তিক তথ্য নিয়ে শহরের বহুতলগুলির অবস্থা জানান দিল পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘আমার কাছে জমা পড়েছে হেলে যাওয়া বাড়ি নিয়ে রিপোর্ট। প্রায় তিরিশটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে লোকজন আছে। আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’’

৫ মাস বারাসত ওভারব্রিজে উঠতে পারবে না কোনও চার চাকা! সরছে বাসস্ট্যান্ডও

দুরন্ত বার্তা, উঃ ২৪ পরগনা, ২৩ জানুয়ারিঃ হবে সংস্কারের কাজ। সেজন্য শুক্রবার রাত থেকে আগামী ৫ মাস বারাসত ব্রিজের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়ে দিল প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সংস্কারের কাজের কারণে আগামী পাঁচ মাস বারাসত ব্রিজ দিয়ে কোনও চার চাকার সেতু চলাচল করতে পারবে না। দু’চাকা বা তিন চাকার ছোট যানবাহন চলাচল করতে পারবে। তবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করা হতে পারে। একই সঙ্গে ব্রিজ সংস্কারের কারণে তিতুমীর বাস টার্মিনাসকে আপাতত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশ সুপারের অফিসের কাছে। অস্থায়ী বাসস্ট্যান্ড করা হবে বারাসতের সত্যভারতীর কাছেও। বারাসত শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক। বনগাঁর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত তো বটেই, রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও অজস্র পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে বারাসত দিয়ে। সেতু সংস্কারের কারণে শহরের যানজট ঠেকাতে জাতীয় সড়ক ধরে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে কল্যাণী এক্সপ্রেসের দিকে এবং যশোর রোডের গাড়িগুলিকে আওয়ালসিদ্ধি-সন্তোষপুরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তবে তাতেও যানজট সমস্যা তীব্র আকার নিতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। কারণ, প্রতিদিন বারাসত শহরের ওপর দিয়ে হাজার হাজার পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করবে। সেক্ষেত্রে আগামী ৫ মাস সেতু বন্ধ থাকলে যানজট কতখানি তীব্র আকার নেবে, তা ভেবেই শিউড়ে উঠছেন স্থানীয়দের অনেকে। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি এলাকায় ট্রাফিক নজরদারি থাকবে।

শহরের দুই জায়গায় দেহ উদ্ধার! ব্যাপক শোরগোল রবীন্দ্র সরোবর ও ঠাকুরপুকুরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ ফের শহরে দেহ উদ্ধার। এবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের নিচ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। তবে যুবকের নাম, পরিচয় এখনও কিছুই জানা যায়নি বলে খবর। তাতেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে প্রাতঃ ভ্রমণকারীরাই প্রথমে ওই যুবককে দেখতে পান। দেখা যায় স্টেডিয়ামের নিচের বারান্দায় কম্বল চাপা অবস্থায় কেউ পড়ে আছে। যদিও তখনও বোঝা যায়নি ওই ব্যক্তি মৃত না জীবিত। সন্দেহ হতেই কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। তারপরই খবর যায় পুলিশে। রবীন্দ্রসরোবর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। তারপরই পাঠিয়ে দেওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর বিষয়ে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এলাকায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, মাঝেমধ্যেই ওই জায়গায় এসে শুয়ে থাকতো ওই যুবক। কয়েকজন দেখেওছেন। এখন অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যু, নাকি অন্য কোনওভাবে মৃত্যু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ঠাকুরপুকুরের করছে পুলিশ। খুনের মোটিভ নিয়ে চরম ধোঁয়াশা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছিলেন, মহিলার বয়স বছর চৌত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার গায়ে একাধিক

অভিজাত আবাসন ডায়মন্ড পার্কে খুন। ভাড়া নিয়ে ঠাকুরপুকুরের অভিজাত এলাকায় এসেছিলেন মহিলা। ঠিক তার পরেরদিনই ভাড়া বাড়ির ঘর থেকে উদ্ধার মহিলার গলার নলি কাটা দেহ। গলার নলি কাটা অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বুধবারই ওই আবাসনে ভাড়া আসেন ওই মহিলা। যেহেতু এলাকায় নতুন, তাই তাঁর পরিচয় জানাতে পারছেন না প্রতিবেশীরা। তবে বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ ধারাল অস্ত্রের কোপ রয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। কার মারফত তিনি এই বাড়িতে ভাড়া এসেছেন, সেই জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। মহিলার পরিচয় জানলে, তবেই খুনের মোটিভ স্পষ্ট হবে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন। কে প্রথম তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান, সেটা স্পষ্ট নয়। বাড়ির মালিকই প্রথম দেখে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ‘‘দুপুরে বাড়িতে সবে খেতে বসেছি। তখনই শুনি বাইরে চিৎকার হচ্ছে। গিয়ে দেখি, এখানে মার্ডার হয়েছে। এখন এলাকা এত বড় হয়ে গিয়েছে, কে কোথায় ভাড়া আসছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছু টেরই পাইনা। আগে তো এলাকায় সবাই সবাইকে নামেই চিনত।’’ যিনি এই মহিলাকে ভাড়া নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বললেন, ‘‘আমি আসলে এখানে লন্ড্রির কাজ করি। ১৭ তারিখ নিয়ে এসেছিলাম। আমার দোকানের সামনেই ওরা এসে জিজ্ঞাসা করছিল ঘর কোথাও খালি রয়েছে। আর বাড়ির মালিক সে সময়ে আমার দোকানেই ছিলেন। তিনি বলেন, আমার বাড়ি খালি রয়েছে। আমি তারপর যোগাযোগ করে দিই। মহিলা বলেছিলেন, আমার বর রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এসেছিলেন। আধার কার্ড তো দেখিয়েছিল। মহিলা বলেছিলেন ইএসআই হাসপাতালে আয়ার কাজ করি। মহিলার মাথার পিছন থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। মেঝেতেই পড়েছিল শরীর। বাড়ির মালিক দেখেই আমাকে ডেকে আনেন। কিন্তু স্বামী কোথাও যেন চলে গিয়েছেন।’’

‘বান্দে মে কুছ তো বাত হ্যায়’, কুণালকে ‘নবজাতকের’ ক্ষমতা বুঝিয়ে দিলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রীও বটে। সেই সুকান্তক মজুমদারকেই বুধবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, ‘রাজনীতির নবজাতক’। বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন সুকান্ত। বৃহস্পতিবার এই বক্তব্যেরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিলেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ। কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব কষে বুঝিয়েছেন কাকে-কাকে, কতবার তিনি হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গতকাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে কুণাল ঘোষের প্রশংসার জবাবও দিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি। বলেছেন, ‘‘কুণাল ঘোষের কথাকে পজিটিভ অর্থে নিচ্ছি। এই কথার মধ্যেও যে কটাক্ষ রয়েছে, তাই মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা।’’ সুকান্ত এ দিন নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে পদে-পদে কার্যত বিঁধেছেন কুণালকে। পোড় খাওয়া তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে যে লোকসভা ভোটে তিনি হারিয়েছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্কুল থেকে শুভেন্দু এসেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বস্তুত, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ‘ব্যস্ততম’ নেতা বলেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঠিক তার পরই শুভেন্দুর প্রশংসা ঝরে পড়েছিল শাসক দলের নেতা কুণাল ঘোষের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। ওঁর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- দেব নিজে এসেছেন প্রচারে। তাঁরপরও জেতেননি। সুকান্ত বলেন, ‘‘বিজেপির নবজাতকের যদি এতটা পাওয়ার হয়, তাহলে মমতা

গলায়। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বলেছিলেন, ‘‘যেহেতু শুভেন্দু মমতার স্কুলের ছাত্র, ভাল স্কুলের তো একটা ছাপ থাকে! দেখতে হবে কোন স্কুলে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে...।’’ এ দিন, সুকান্ত বলেছেন যে, তাঁর নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ। আর বিপ্লব মিত্র তত বছর রাজনীতিতে কাজ করেছেন। উনিও (বিপ্লব মিত্র) শুভেন্দুবাবুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিপ্লব মিত্রকে শ্রদ্ধা করি। ৪৫ বছর রাজনীতি করেছেন। তারপরও তিনি জেতেননি। তাহলে বান্দে মে কুছ দম হ্যায়...।’’ একই সঙ্গে তিনি কুণালের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘‘বাইশ বছর সংগঠনে কাজ করেছি। ওঁর মতো সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতিতে আসিনি।’’

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেতাজির ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী পালন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেতাজি জন্ম জয়ন্তী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে।বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের নিয়ে সকাল সাতটায় নেতাজির ফটো সহযোগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠান শুরু হয়।প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠানের শেষে সকলে বিদ্যালয় ফিরে এসে শহিদ বেদীর সামনে বৃত্তাকারে দাঁড়ালেন। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় নেতাজির ফটোতে মাল্যদান করেন। তারপর বিদ্যালযের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া নেতাজির ফটোতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী নেতাজির ফটোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জানায় বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তারপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় নেতাজি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। আজকের দিনে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কন্ঠে শোনা গেল--ভারতের স্বাধীনতার কান্ডারী আমরা তোমার স্বপ্নের উত্তরাধিকারী। আমরা কান পেতে আছিদীপ্ত কন্ঠে শোনার- স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর আমি সুভাষ বলছি।

সাড়ম্বরে চলছে জগদ্দল উৎসব

দুরন্ত বার্তা,শ্যামনগরঃ-সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো জগদ্দল উৎসব ও প্রাণের উৎসব।শ্যামনগর ফিডার রোডে অন্নপূর্ণা কটন মিলের মাঠে সাড়ম্বরে চলছে জগদ্দল উৎসব। এদিন জগদ্দল উসবের শুভ সূচনা করেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ ও দমদমের সাংসদ সৌগত রায় মহাশয়। জগদ্দল-এর বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের শুভ উদ্যোগে এই জগদ্দল উৎসব তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। উৎসবের সূচনার কিছু পরেই চলে আসেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সুপার অলোক রাজোরিয়া মহাশয়। এছাড়াও বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। মঞ্চে সকল অতিথিদের সম্মাননা ও সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।জগদ্দল উসবে দর্শকবৃন্দ ও মানুষের জন্য নানা রকমের স্টল খোলা হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য আছে ফুল মেলা, পাখি মেলা সহ নানান দৃষ্টি আকর্ষিত বিকি কিনির হাট। এদিন উৎসবে নানান সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বিশাল সুসজ্জিত র‍্যালি পথ পরিক্রমা করে উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। শয়ে শয়ে মানুষ এদিন জগদ্দল উৎসবের র‍্যালিতে যোগ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যার উদ্যোগে এই জগতল উৎসব, সোমনাথ শ্যাম তিনি বলেন, আমরা জগদ্দল উৎসবের আগত দর্শকদের বেশি বেশি করে চেষ্টা করব আনন্দ মোদি মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য আরো অনেক কিছু দেখাতে পারি নানান প্রথিতযশা শিল্পীদের মাধ্যমে।

মহাকুম্ভে ভারতের নারীশক্তির গৌরব, সংস্কার ভারতীর রাষ্ট্র রত্না শোভাযাত্রা

প্রয়াগরাজ, ২৩ জানয়ারিঃ মহাকুম্ভের শোভাযাত্রায় ভারতের বীরাঙ্গনা নারীশক্তির ঐশ্বরীয় ক্ষমতার প্রদর্শন করলো সংস্কার ভারতী।শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হয. বাংলার রানী রাসমনি, রানী ভবশঙ্করী ও ভগিনী নিবেদিতার গৌরব গাথা।ভারত নির্মাণে যোগদানকারী নারীশক্তির আদর্শ ও তাঁদের ঐশ্বরিক শক্তির অজানা ইতিহাস সম্বলিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজনের মাধ্যমে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে জ্ঞাত করলো সংস্কার ভারতী।সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের তত্ত্বাবধানে তিনজন বঙ্গ মাতৃশক্তি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে এক সারিতে শোভাযাত্রায় প্রতিনিধিত্ব করেন। ভগিনী নিবেদিতা, রানী রাসমণি, রানী ভবশঙ্করী দেবী এই তিন চরিত্র উপস্থাপন করেন সংস্কার ভারতীর তিন শিল্পী তনুশ্রী মল্লিক, তনুশ্রী দত্ত রায়, রূপালী রায় চৌধুরী। এছাড়াও সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রদেশ কার্যকর্তা জয়দেব বনিক ও শীর্ষ আচার্য।সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে ভারতের নারীশক্তির গৌরব প্রকাশের জন্য সংস্কার ভারতী রাষ্ট্র রত্না শোভাযাত্রার আযয়োজন করে। দেশের দুশো বীরাঙ্গনা নারীশক্তির আদর্শগুলি মডেল আকারে উপস্থাপিত হয়। সেই শোভাযাত্রায় বাংলার তিন মহিয়সী নারীর স্বরূপ দেখতে পেল দেশ। যা অত্যন্ত গৌরবের।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেন যে, এই অনুষ্ঠানটি কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির উদযাপন নয়, এটি মহিলাদের অনন্য অবদানকে সম্মান করার প্রচেষ্টা। এই শোভাযাত্রা দেশবাসীকে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নতুন ভারত গড়ার বিষয়ে সচেতন করার বার্তা দেয়।

"নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি নয় কেন", খোঁচা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জানুয়ারি ঃ আজও নেতাজির মৃত্যু রহস্যের সমাধান না হওয়ার জন্য নাম না করে কেন্দ্রকে দুষলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন, নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি নয় কেন? আলিপুরদুয়ারে সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি শাঁখ বাজিয়ে জাতির নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার কালচিনির সভা থেকে নেতাজিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে সুর চড়ালেন তিনি। এদিন ফের তিনি দাবি করলেন, নেতাজি চক্রান্তের শিকার। জানালেন, রাজ্যের কাছে থাকা এই সংক্রান্ত ৬৪ টি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্র কেন গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনছে না, সেই প্রশ্ন তুললেন।মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দুঃখ হয়, আমাদের জন্য এত লড়াই করলেন, কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল আজও আমরা জানতে পারলাম না। মমতার প্রশ্ন, নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি নয় কেন? নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে এই প্রশ্ন আগেই তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে সে সময় কেন্দ্রকে চিঠিও দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'নেতাজিকে যাতে সারা দেশ শ্রদ্ধা জানাতে পারে এবং দেশনায়ক দিবস হিসেবে পালন করতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রের উচিত নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা।'মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'তিনি দেশপ্রেম, সাহস, নেতৃত্ব, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। নেতাজি সব প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। এ ব্যাপারে পৃথক বেঙ্গল প্ল্যানিং কমিশন গঠন করার কথাও সে সময় জানিয়েছিলেন মমতা।তিনি বলেন, আমরা রাজ্যজুড়ে প্রতিবারই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করি। তবে এবারই প্রথম তরাই-ডুয়ার্স থেকে জাতির নায়ককে শ্রদ্ধা জানানো হল।কেন্দ্রের সমালোচনা করে এদিন মমতা বলেন, উনি আমাদের দেশের বীর নায়ক। তিনি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেছিলেন। অথচ এখন সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নেতাজি-সহ দেশের শহিদদের স্মৃতিতে আলিপুর কেংদ্রীয় সংশোধনাগারকে আলিপুর মিউজিয়ামে পরিণত করেছে রাজ্য। এদিন সেই প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৩ জানুয়ারিঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক

পরাক্রম দিবসে নেতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃনেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে 'পরাক্রম দিবস' পালিত হচ্ছে। নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন তাঁকে।তিনি জানান, পরাক্রম দিবসে আমি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি সাহস এবং দৃঢ়তার প্রতীক ছিলেন। স্বপ্নের ভারত গঠনের লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ' পরমক্রম দিবস' পালিত হচ্ছে। নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন বাংলা ভাষায়।সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজযন্তী যেটি পরাক্রম দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে, সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভারতমাতার অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল সেনানী তাঁদের স্থিরচিত্ত ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নেতাজী অন্যতম। অসংখ্য ভারতীযকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর স্বাধীনতার ডাক। এর ফলে, বহু ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নেতাজীর নিরলস সংকল্প এবং আজাদ হিন্দি বাহিনীতে তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব ভারতীয় প্রজন্মকে বারংবার উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে 'পরাক্রম দিবস' পালিত হচ্ছে। নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।তিনি জানান, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করি এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। সমগ্র দেশবাসীকে পরাক্রম দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন অদম্য সাহস, সংকল্প এবং নির্ভীকতার প্রতীক। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হয়ে ওঠেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ। দেশপ্রেম, ত্যাগ ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে তাঁর জীবন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঠাণ্ডায় কাবু কাশ্মীর, জারি শৈত্যপ্রবাহ

শ্রীনগর, ২৩ জানুয়ারি ঃ জমজমাট ঠান্ডা কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবারও ঠান্ডায় কেঁপেছে ভূস্বর্গের বিভিন্ন প্রান্ত। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া থাকবে শুস্ক। এরপর ফের বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে এও জানা গেছে, শুক্রবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, হিমাচল প্রদেশের কিছু অংশে শৈত্যপ্রবাহ বজায় থাকবে।

বালাসাহেব ঠাকরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ জনকল্যাণ এবং মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বালাসাহেব ঠাকরের জন্মবার্ষিকীতে একথা জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি জানান, বালাসাহেব ঠাকরেজির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। জনকল্যাণ এবং মহারাষ্ট্রের উন্নযনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাতে তিনি আপসহীন ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধিতে সর্বদা অবদান রেখেছিলেন তিনি।

শনিবার ফুটবল কিংবদন্তি ইউসেবিওর জন্মদিন

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ ইউসেবিও, পুরো নাম ইউসেবিও দা সিলভা ফেরেইরা। একজন প্রাক্তন পর্তুগীজ ফুটবলার। ভক্তরা তাঁকে 'কালো চিতা' , ইংরেজিতে ব্ল্যাক প্যান্থার বলে থাকে। প্রচন্ড গতি, চমকার ড্রিবলিং আর নিঁখুত শুটিং-এর জন্য বিখ্যাত এই ফুটবলারকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই স্ট্রাইকার ৪১টি আন্তর্জাতিক গোল করে ছিলেন মাত্র ৬৪ ম্যাচে। তিনি তাঁর ফুটবলীয় জীবনে ৭৪৫টি পেশাদার ম্যাচ খেলে ৭৩৩টি গোল করেছিলেন। ইউসেবিও দা সিলভা ফেরেইরার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (২৫ জানুযারি ১৯৪২) পর্তুগালের তৎকালীন উপনিবেশ মোজাম্বিকের মাপুতো শহরে। বাবা লোরিন্দো অ্যান্টনিও দা সিলভা ফেরেইরার ছিলেন অ্যাঙ্গোলিয়ান রেল শ্রমিক। এবং মা এলিসা বেনি ছিলেন আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ। তিনি তাঁর ভাই বোনদের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ইউসেবিওর ছিল ফুটবলের প্রতি অদম্য নেশা।ক্লাব ফুটবলে বিভিন্ন ক্লাবে খেললেও কেরিয়ারের সেরা সময়ের সম্পূর্ণটাই খেলেছেন পর্তুগালের বেনফিকা ক্লাবে। এই ক্লাবের হয়ে ৩০১টি ম্যাচে তিনি ৩১৭টি গোল করেছেন। বেনফিকার হয়ে তিনি ১৫ বছর খেলেন। এসময় ১০টি লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ ও ৫টি পর্তুগিজ কাপ এবং ১৯৬২ সালে ইউরোপিয়ান কাপ জেতেন ইউসেবিও। বেনফিকার হয়ে তিনি ১৯৬২ ইউরপীয় বর্ষসেরা ফুটবলারের খেতাব অর্জন করেন।জাতীয় দলের হয়ে ১৯৬১ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে মোট ৬৪টি খেলায় তাঁর গোলসংখ্যা ৪১। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে পর্তুগালের তৃতীয় স্থান লাভের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন। এই আসরে তিনি ৬ ম্যাচ খেলে ৯টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। এর মাঝে বিশেষভাবে স্মরণীয় উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাটি। এতে মাত্র ২৪ মিনিটের মধ্যে উত্তর কোরিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। এরপরও পর্তুগাল ম্যাচ জেতে ৫-৩ গোলে, যার ৪টি গোল একাই করেছিলেন ইউসেবিও। ইংল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে ২-১ গোলে হারের পর তকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ২-১ গোলে হারিয়ে আসরে তৃতীয় হয় পর্তুগাল।ফুটবল জগতে অনেক কীর্তি গড়ে অমর হয়ে থাকা ইউসেবিও হৃদরোগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কীর্তি গড়তে পারলেন না। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি তিনি ৭১ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে চলে যান।

কুয়াশার জেরে দিল্লিতে বিঘ্নিত উড়ান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশা। জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত জাতীয় রাজধানীর জনজীবন। বৃহস্পতিবার সকালে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বেশ কিছু এলাকা। দিল্লির অনেক জায়গায় দৃশ্যমানতা তলানিতে ছিল এদিন ভোরের দিকে ও সকালে। ঘন কুয়াশার জেরে এদিন কিছুটা বিঘ্নিত হয বিমান পরিষেবা।কুয়াশার কারণে ব্যাহত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। এদিন বেশ কিছু বিমান দেরিতে

আবহাওয়া

মাঘ মাস চলছে, এই সময়েও শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে না। শীতের পোশাকেরও সেভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না, নেপথ্যে অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, আপাতত কাঁপুনি ঠান্ডা থেকে অনেক দূরে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় ঠান্ডা মালুম না হলেও গ্রাম বাংলায় ঠান্ডা এখনও অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা মোটামুটি রয়েছেই। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আপাতত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১০মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৭ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

ক্যানিংয়ে এক মানবাধিকার কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং,২৩ জানুয়ারিঃ এবার এক মানবাধিকার কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সুন্দরবনের ক্যানিংয়ে। তবে এই ঘটনায় মৃতের পরিচিত এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক মহিলার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেল, মৃত কর্মীর নাম মানিক মল্লিক,বাড়ি বারুইপুর থানার বলরামপুরে। বুধবার তিনি পরিচিত এক যুবক রাজেশ রায় চৌধুরী ও এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে বারুইপুর থেকে ক্যানিংয়ে আসেন। দিনভর সেখানেই থাকার পর রাতে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় আচমকা ট্রেনে অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই মানবাধিকার কর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আর এই খবর পাওয়ার পর মৃতের পরিবারের তরফে রাজেশ রায়চৌধুরী নামে এক যুবকের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তার পরে পুলিশ ঐ যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মানিক মল্লিক তাঁর পরিচিত যুবক রাজেশের কাছে টাকা পেতেন। তা তিনি ফেরত চাইছিলেন। আর সেই টাকা নিতেই বুধবার সে ক্যানিংয়ে গিয়েছিল। তবে টাকা চাওয়ার কারণেই কি মানিককে খুন করা হয়েছে,নাকি শারীরিক অসুস্থতায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সে কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে অনুমান পুলিশের। এদিকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বাঘের গতিবিধি বুঝতে সুন্দরবনের লোকালয়ে বসানো হচ্ছে ১০০ টি ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৩ জানুয়ারিঃ এবার বাঘের লোকালয়ে আসার গতিবিধি বুঝতে এবার কুলতলির মৈপীঠ থেকে দেউলবাড়ি পর্যন্ত ১০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা বসাচ্ছে বন দফতর। গত ১৫ দিনে সাতবার বাঘ হানা দিয়েছে কুলতলির মৈপীঠে। আর তাই আতঙ্ক চেপে বসেছে গ্রামবাসীদের মনে। মূলত, মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েত এলাকায় লোকালয়ের মধ্যে চলে এসেছিল বাঘ। বাঘ বেরিয়েছিল আজমলমারি ১৩ আজমলমারি ১১ নং জঙ্গল থেকে।

আর তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন বিভাগ বাঘের গতিবিধি জানতে ও ক'টি বাঘ লোকালয়ে ঢুকছে, সেই সংখ্যা জানতে নতুন করে কুলতলির মৈপীঠের কিশোরী মোহনপুর থেকে কুলতলির দেউলবাড়ি দেবীপুর পর্যন্ত জঙ্গলে ১০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করছে। উল্লেখ্য, মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট এলাকায় বাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার পরেও নতুন করে আবার বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় বলে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, গ্রাম সংলগ্ন আজমলমারি ১, ২, ৩, ১১, ১২ নং ও হেরোভাঙা ৯ নং জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি,জঙ্গলে সেন্সার সিগন্যাল আলো লাগানো হবে। জাল থেকে পাঁচ ফুট উপরে লাল, নীল, সবুজ রঙের আলো থাকবে। এমন করে বসানো হবে যাতে আলো বাঘের চোখে পড়ে।এতে বাঘ আলো দেখেই ফিরে যাবে। আর ওই আলো সন্ধ্যা থেকে পরের দিন

সকাল পর্যন্ত জ্বালানো হবে। মৈপীঠে ঘনঘন বাঘের আগমনের কারণে মৈপীঠের বিনোদপুরে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। এতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিক নিশা গোস্বামী, অতিরিক্ত আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী, কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য,মৈপীঠ থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সাহাদাত শেখ, তিনটি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, সদস্য, টাইগার টিমের সদস্যদরা উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের বৈঠকে ঠিক হয়, জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় পশুদের মৃতদেহ আর ফেলা যাবে না। এ নিয়ে তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার চালানো হবে। প্রতি মাসে জাল পরীক্ষা করবে বন দপ্তর।

এদিন কয়েকদিন আগে কুলতলির মৃত মৎস্যজীবী বর্ণধর মণ্ডলের স্ত্রী কল্পনা মণ্ডলের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেয় বনদপ্তর। তবে বন দফতরের দেওয়া এই সরকারি ক্ষতিপূরণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন দীর্ঘদিন এই এলাকার মানুষদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করা সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল। তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, সরকারি তরফে ক্ষতি পূরনের টাকা দিলেও মৃতের পরিবারের সরকারি চাকরি ও সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

একসঙ্গে একেবারে তিন সন্তানের জন্মদিলেন হুগলির বৈঁচিগ্রাম পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা স্বপ্না ক্ষেত্রপাল

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ জানুয়ারিঃ শুধু জমজ নয়, একসঙ্গে একেবারে তিন সন্তানের জন্ম। তাতেই শোরগোল হাসপাতালে। ১৭ জানুয়ারি সকাল আটটায় পূর্ব বর্ধমানের কালনার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় হুগলির বৈঁচিগ্রাম পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা স্বপ্না ক্ষেত্রপালকে। ওইদিনই বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন স্বপ্না। কয়েকদিন হাসপাতালের ভর্তি ছিলেন। তারপর ফিরে আসেন বাড়িতে। তিন সন্তানের নামও ঠিক হয়ে গিয়েছে। বড় ছেলের নাম অঙ্কিত, মেজ ছেলের নাম আদি, আর ছোট ছেলের নাম অগ্নি। তিন সদ্যজাতকে নিয়েই এখন খুশির হাওয়া পরিবারে। স্বপ্নার স্বামী সুব্রত ক্ষেত্রপাল পেশায় দিনমজুর। খুশিতে ভাসছেন তিনিও। তিন পুত্র ঘরে আসতেই গোটা পাড়ায় বিলি করেছেন মিষ্টি। যদিও সুব্রত-স্বপ্না বলছেন, তাঁদের পরিবারে যমজ সন্তান অনেকেরই হয়েছে। বংশ পরম্পরায় তা হয়ে আসছে। স্বপ্নার দিদার দুই মেয়ে ছিল যমজ। আবার স্বপ্নার মা গঙ্গা ক্ষেত্রপালের ছয় সন্তান। তাদের মধ্যে দুই পুত্র সন্তান যমজ। এবার স্বপ্নার কোলে তিন সন্তান! অঙ্কিত, আদি ,অগ্নিকে দেখতে ভিড় করছেন প্রতিবেশীরা। বাড়িতে উপচে পড়ছে জনতার ঢল। কে আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে আর কে পড়ে তা নিয়েও মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। স্বপ্না বলছেন, তিনি যখন দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখনই পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয়েছিল। তখনই জানতে পেরেছিলেন পেটে বেড়ে উঠছে তিন সন্তান। যদিও প্রসবের নির্দিষ্ট সময়ের দেড় মাস বাকি থাকতেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। সফলও হয়। সুস্থই আছে তিন ভাই। স্বপ্নার মা গঙ্গা ক্ষেত্রপাল বলছেন, ''আমার মায়ের যমজ সন্তান হয়েছিল। আমারও যমজ সন্তান হয়েছিল। এখন আমার মেয়ের তিনটে যমজ সন্তান হয়েছে। তিনটেই ছেলে। নাতিরা ভাল আছে। আমরা খুব খুশি।

বিশরপাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির ও শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান

বিশরপাড়া, ২৩ জানুয়ারিঃ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে বিশরপাড়া সপ্তগ্রাম স্বপ্ননীড় সোসাইটির উদ্যোগে স্থানীয় স্টেশন সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির তৎসহ এলাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান। মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে চোখ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় হয় চোখের পরীক্ষা। সংস্থার কর্ণধার মহাদেব সমাদ্দার জানান অসহায় প্রান্তিক মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে এই স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন। এদিন ৩৫৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ১৩৬ জন পড়ুয়াদের শিক্ষা সরঞ্জাম এবং ৪৩ জনের ছানি অপারেশনের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। চশমা দেওয়া হবে ৭৩ জনকে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার পুর পারিষদ সদস্য দেবাশিষ ঘোষ, পিঙ্কু কুমার ভৌমিক সহ বিশিষ্ট জনেরা।

শীতবস্ত্র বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৩ জানুয়ারিঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিনে জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে শীতবস্ত্র, জামা কাপড় ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াহিদ মোল্লা,বুথ সভাপতি মনোরুদ্দিন নাইয়া, আজিত গায়েন,আব্দুল হাই মোল্লা, সালাউদ্দিন মোল্লা, খোকন মোল্লা সহ আরো অনেকে। এদিন শতাধিক মানুষের হাতে এই বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

প্রতারণার ঘটনায় দশ জায়গায় অভিযান ইডির

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ কলকাতায় কল সেন্টার খুলে প্রতারণার ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা সহ মোট দশ জায়গায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। হাওড়াতেও বাঁকড়ার সরদারপাড়া বাঁধের ধারে একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটে ইডি আধিকারিকরা হানা দেন। আবাসনের বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। কল সেন্টারের ব্যবসার আড়ালে কয়েক লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগে বাঁকড়ার সরদারপাড়া বাঁধের ধারে বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটে ইডি হানা দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে ৫ জনের একটি দল জনৈক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে আসেন। ফ্ল্যাটের ওই মালিকের কলকাতায় কল সেন্টারের ব্যবসা রয়েছে। দিল্লির আর্থিক দুর্নীতির একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালে অভিযান চলে বলে জানা গেছে।

বালিতে মেরামতির কাজে চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা, বিকল্প ব্যবস্থা পুলিশের

হাওড়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ বালি ব্রিজ ও বালি হল্ট স্টেশনে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। শেষমেশ দীর্ঘ হয়রানির পর রেলিং ভেঙে বিকল্প রাস্তা তৈরিতে নামল পুলিশ। সকাল থেকেই অনেকটা ঘুরপথে রাজচন্দ্রপুর পর্যন্ত যেতে হচ্ছিল অফিসযাত্রীদের। কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে রেলিং পেরিয়ে যাতায়াত করছিলেন। পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্ত বচসাও হয় নিত্যযাত্রীদের। এর পরেই শুরু হয়েছে বালি হল্ট স্টেশনের পাশের কংক্রিটের পাঁচিল ভেঙে বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ। আপাতত গ্যাসকাটার এনে ভাঙা হচ্ছে রেলিং। ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার রাত থেকেই সূচি মেনে কাজ শুরু হয়েছে বালি ব্রিজে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ব্রিজের এক দিকের লেন। বালি খাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার লেনটি খোলা রয়েছে। ওই লেনটিতে শুধুমাত্র বাইক এবং তিন চাকার গাড়ি চলছে। চার চাকা ও বড় গাড়ি চলছে নিবেদিতা সেতু দিয়ে। তবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দু'চাকা এবং তিন চাকার যান চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাতায়াতের কারণে ওই চার দিন বাসের 'টৌল ট্যাক্স' লাগবে না।

গান্ধী পরিবার সুভাষ বোসের মৃত্যু দিবসও ঘোষণা করে দিয়েছে, তোপ শমীকের

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ 'গান্ধী পরিবার সুভাষ চন্দ্র বোসের মৃত্যু দিবসও ঘোষণা করে দিয়েছে। সারা ভারত, সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ঘটনাকে নিন্দা জানাবে ধিক্কার জানাবে। বৃহস্পতিবার এ কথা লিখলেন বিজেপি সাংসদ তথা দলের রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। শমীকবাবু লিখেছেন, ''তাইহোকু বিমানবন্দরের ঘটনার পর যখন বসু পরিবারে কার্যত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শুরু হয়েছে, সেদিন সকালেই মহাত্মা গান্ধীর একটি টেলিগ্রাম আসে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন সুভাষের কোনও রকমের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা শোকসভা থেকে তারা যেন বিরত থাকেন। শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধীর সেই টেলিগ্রামই ভারত-সহ বিশ্বের কাছে উদ্দীপনা তৈরি করে দিয়েছিল। সেটাই দেশের মানুষের কাছে আবেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই আশা নিয়ে বেঁচে ছিলেন যে তাদের নেতাজি বেঁচে আছেন। তিনি ফিরে আসবেন। রাহুল গান্ধী কার ডিএনএ বহন করছেন? তিনি বলেছিলেন, তিনি খোলা তরোয়াল নিয়ে নেতাজি সুভাষ বোসকে স্বাগত জানাবেন। স্বাধীনতার পরও মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, সুভাষকে আমি যতটা চিনি, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার যে ধারণা আছে, তাতে আমার মনে হয় সুভাষ মারা যেতে পারে না।

চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব ও মেলার শুভ উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি, ২৩ জানুয়ারিঃ ২৩শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মবার্ষিকীতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চুঁচুড়া পৌরসভা আয়োজিত চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব ও মেলার শুভ উদ্বোধন হল। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সংসদ মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী অসিত মজুমদার, হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাবলগি রিষড়া পৌরসভার

চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র চাপদানি পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্র শ্রীরামপুরের পৌর প্রধান গিরিধারী শাহ চাপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ প্রধান সহ নেতৃত্ব বৃন্দ। এই মেলার নামকরণ করা হয়েছে চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব। মেলায় বিভিন্ন অত্যাধুনিক মানের বই থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলায় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বিষয়বস্তুর ওপরও বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে মেলায়। হস্তশিল্পের স্টল সকলের নজর কাড়ে। ষাটটির বেশি স্টল নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব মেলা। চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসবকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

হাওড়ায় পুরসভার উদ্যোগে ফিস মার্কেটে 'দুয়ারে লাইসেন্স'কর্মসূচির সূচনায় সুজয় চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জানুয়ারিঃ হাওড়ায় পুরসভার উদ্যোগে ফিস মার্কেটে 'দুয়ারে লাইসেন্স' কর্মসূচির সূচনা, উদ্বোধনে পুর মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে এবার 'দুয়ারে লাইসেন্স' কর্মসূচির সূচনা হল।

বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হাওড়া ফিস মার্কেট থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ সহ অন্যান্যরা। এদিন হাওড়া পাইকারি মাছের আড়তে শিবির করে সেখানকার প্রায় ২৫ জন ব্যবসায়ীর হাতে পুরসভার তরফে ট্রেড লাইসেন্স তুলে দেওয়া হয়। ওই এলাকায় যেসব ব্যবসায়ীর ট্রেড লাইসেন্স এখনও নেই তাঁদের হাতেও একইভাবে ট্রেড লাইসেন্স তুলে দেওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গেছে। এই জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এই বিষয়ে জানান, হাওড়ার বিভিন্ন মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকায় এইভাবে শিবির করে যাঁদের এখনও ট্রেড লাইসেন্স নেই তাঁদের হাতে ওই ট্রেড লাইসেন্স তুলে দেওয়া হবে। এদিন ফিস মার্কেট থেকে আমাদের এই কর্মসূচি শুরু হল। আগামী দিনেও চলবে। এর ফলে আরও দ্রুত এবং সহজে ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স পেয়ে যাবেন।

বাসন্তীতে আইসিডিএস স্কুলের অ্যাসবেস্টর ভেঙে আহত দুই শিশু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তীতে আইসিডিএস স্কুলের অ্যাসবেস্টর ভেঙে আহত দুটি শিশু। বাসন্তী থানার ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর গোড়ানবস এলাকার ১৬৩ নং আইসিডিএস স্কুলের অ্যাসবেস্টর ভেঙে এদিন আহত হল দুটি শিশু।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে সেখান থেকে শিশুদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বারংবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই স্কুলের ঘর মেরামত করে

দেওয়া হয়নি, তাঁর ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই শিশুদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাসবেস্টস ভেঙে পড়ায় স্কুলের রাঁধুনি হাতে চোট হয়েছে। এক শিশুর অভিভাবক বলেন, গ্রামের মানুষরাই চাঁদা তুলে রান্নার হাঁড়ি-কড়াইয়ের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু রান্নার মান ভালো নয়, স্কুলের অবস্থাও ভালো নয়। রান্না এবং পড়াশোনা একই জায়গায় হয়। এদিন অ্যাসবেস্টস ভেঙে পড়ে চাপা পড়ে দুটি শিশু। সেই সঙ্গে চাপা পড়ে রান্নার জিনিসও। শিশুদের স্থানীয় মানুষ জন বের করেন। লক্ষণীয় বিষয়, স্কুলের ভিতরটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানেই মজুত থাকে চাল সহ আনাজ। শিশুদের পড়াশোনা চলে উঠোনে। এদিনের এই ঘটনায় কোনও শিশু গুরুতর জখম হয়নি তা শুধুই ভাগ্যক্রমে। এ বিষয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, বাসন্তীতে একটি ঘটনা ঘটেছে এতে কোন কেউ আহত হয়নি। মিথ্যা রটনা হচ্ছে। প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নববারাকপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে সাড়ম্বরে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নববারাকপুর, ২৩ জানুয়ারিঃ বীর সৈনিক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আমাদের কাছে আদর্শ। তার চিন্তাধারা সংগ্রাম ছাত্র যুব সহ সকল মানুষের কাছে বেশি করে পৌছে দেওয়া প্রয়োজন।প্রতি বছরের মতো এবছর ও যথাযথ মর্যাদার সাথে বৃহস্পতিবার সকালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনে নববারাকপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতি স্থানীয় পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডে নেতাজী সুভাষ রোডে নেতাজী মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় । শুরুতে পথযাত্রী ক্লাবের সংস্কৃতি বিভাগের মহিলারা নেতাজী কে নিয়ে লেখা দুটি উদ্বোধনী দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ক্লাব সমন্বয় সমিতির সভাপতি তথা পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, সম্পাদক তথা পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, সুদীপ ঘোষ, শোভা রায়, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা আইএএস নারায়ণ চন্দ্র সরকার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও উপস্থিত ক্লাব সংগঠনের সংগঠক প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট জনেরা। সংস্থার সভাপতি তথা পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন নেতাজীর জন্মদিন কে সামনে রেখে বিভিন্ন স্কুল কলেজ পুরসভা হাসপাতালে সর্বত্র শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়। প্রত্যেক টা ক্লাব সংগঠন একত্রিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাজী মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। আগামী দিনে ছাত্র যুব সমাজের পাশাপাশি প্রত্যেক টা ঘরে ঘরে নেতাজীর আদর্শ পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ। নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে এদিন নববারাকপুর মাসুন্দা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে থেকে এক সুসজ্জিত বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আলোড়ন ফেলে দেয়। অপরদিকে ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন সংগঠন শক্তি সংঘের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনে বিকেলে এক বর্ণময় বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত পদযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দুপুরে পুরসভা পরিচালিত ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে রোগীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ফুল ফল মিষ্টি প্রদান করা হয়। পুরসভা ও ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে ও নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। লেনিনগড় সুভাষ সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংঘ গৃহে হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু এবং রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ।

উত্তর হাওড়ায় নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, প্রায় ৫০ হাজার বাড়িতে জলের সংযোগ

হাওড়া, ২৩ জানুয়ারিঃ নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করা হচ্ছে উত্তর হাওড়ায়, প্রায় ৫০ হাজার বাড়িতে দেওয়া হবে জলের সংযোগ। রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর হাওড়ায় নতুন এই জলপ্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে নতুন এই জলপ্রকল্পে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর নকশা নিয়ে কেএমডিএ এর সঙ্গে হাওড়া পুরসভার অতি সম্প্রতি এক বৈঠকও হয়েছে বলে জানা গেছে। এবিষয়ে পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী জানান, হাওড়া পুরসভার জলের দপ্তরের তরফ থেকে কেএমডিএ-র সঙ্গে একটা বৈঠক হয়েছে।

জলের ব্যবস্থা যাতে উন্নত হয় সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সহায়তা করছেন। পাশাপাশি পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সর্বতোভাবে আমাদের সহায়তা করে চলেছেন। সেইভাবে আমাদের বোর্ড এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তর হাওড়ায় একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আলাদাভাবে উত্তর হাওড়ায় যাতে জলের ব্যবস্থা করা যায় সেই কারণে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে। সালকিয়ায় ভুগর্ভস্থ জলাধার এবং ৩টে ইএসআর হবে। জটাধারী পার্ক, চামারিয়া পার্ক, ফায়ার ব্রিগেড এই ৩টে জায়গায় জল প্রতিশ্রুত করে পাঠানো হবে।

এরপর উত্তর হাওড়ার প্রায় সব জায়গায় সেই পরিশ্রুত জল পাঠানো হবে। এর জন্য খরচ হবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এই কাজের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি লেনের প্রায় ৪০ বছরের পুরনো পাইপ লাইন সরিয়ে দিয়ে নতুন পাইপ লাইন পাতা হবে। এই ব্যবস্থা হলে পদ্মপুকুর থেকে জল সরবরাহের প্রয়োজন আর হবে না। উত্তর হাওড়া তার প্রয়োজনীয় জল পেয়ে যাবে। তবে পদ্মপুকুরের জল সংযোগ রেখে দেওয়া হবে। আপদকালীন সময়ে পদ্মপুকুরের জল ব্যবহার করা হবে। এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক পেল বজবজের সুস্মিত নস্কর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বজবজ,২৩ জানুয়ারিঃ বিশ্বের দরবারে আবার জায়গা করে নিলো দক্ষিন ২৪ পরগনা। খেলাধূলায় বরাবরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই জেলা। এবার বজবজের দশম শ্রেণীর এক ছাত্র আন্তর্জাতিক যোগাপ্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক পেল। বজবজ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নস্কর পাড়ার বাসিন্দা, যোধপুর পার্ক বয়েস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুস্মিত নস্করের আন্তর্জাতিক স্তরে এই নিয়ে স্বর্ণপদকের সংখ্যা দুই। যার একটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশাখাপত্তনমে। সেখানে যোগা বিশ্বকাপে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সি ইভেন্টের একটিতেই অংশগ্রহণ করে পায় স্বর্ণপদক এবং অপরটি পায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া 'এশিয়া যোগা ফেডারেশনের উদ্যোগে' দশম তম এশিয়া কাপে। মোট ১২টি দেশের ৫০ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে সুস্মিত যোগা ট্র্যাডিশনালে পায় স্বর্ণপদক। এ ছাড়াও আর্টিস্টিক সোলোতে একটি রুপোর পদক এবং যৌথভাবে আরও একটি রুপোর এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক পায়।

জাতীয় স্তরের পুরস্কারের সংখ্যাটাও প্রায় অনেক। ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট এবং জাতীয় স্তরে কৃতকার্য হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সে তার সুনাম অক্ষত রেখেছে। সাত বছর বয়স থেকেই যোগার প্রতি টান তৈরি হয় সুস্মিতের। বাবা স্বপন নস্কর প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রায় বারবারই আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সুস্মিতের পরিবারকে। তাই তাঁর পরিবারের

আবেদন সুহৃদয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাঁর মা বলেন, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। যোগা এবং পড়াশোনা ছাড়াও সুস্মিতের আঁকতে ভাল লাগে। তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে তা আর হয়ে ওঠে না। সুস্মিত নস্কর আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করায় গর্বিত তাঁর পরিবার, গর্বিত সমগ্র বজবজের আপামর জনগণ। গর্বিত দঃ ২৪ পরগনার মানুষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৫ সংখ্যা, শুক্রবার ১০ মাঘ, ১৪৩১

প্রথম গণতান্ত্রিক দেশ

গ্রীক সভ্যতা- স্পার্টানরা দুর্বল শিশুকে পাহাড়ের গুহায় ফেলে দিয়ে আসতো কেন? প্রাচীন গ্রীসে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান দুটি হচ্ছে স্পার্টা এবং এথেন্স। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী, আর স্পার্টা ছিল রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী এবং অনুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। ফলে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই বিদ্বেষমূলক। স্পার্টানদের পরিচিতি ছিল আক্রমণকারী হিসেবে। স্থানীয় অধিবাসীদের চূড়ান্তভাবে পরাস্থ করতে তাদের কয়েকশত বছর যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ততদিনে সামরিক অভ্যাস তাদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল। স্পার্টারা যেন ছিল যুদ্ধের বিরাট এক ক্যাম্প। এজন্য প্রতিটি স্পার্টানকে প্রথমে সৈনিক জীবনযাপনে বাধ্য বাধকতা ছিল। সেখানে প্রত্যেক নবজাতক ছেলে শিশুকে কেন্দ্রীয় সংস্থার নিকট হাজির করা হতো। শিশুটি স্বাস্থ্যবান এবং রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বলে বিবেচিত হলেই কেবল তাকে লালনপালন করার অনুমতি দেওয়া হতো। দুর্বল শিশুকে পাহাড়ের গুহায় ফেলে আসা হতো। সে ওখানেই মারা যেত। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা পরিবারের সাথে থাকার সুযোগ পেত। তারপর তাকে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করা হতো। সে তখন অন্যান্যের সাথে ব্যারাকে জীবনযাপন করতো। রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অপরাজেয় যোদ্ধা তৈরি করা। স্পার্টার মেয়েরাও কঠোর দৈহিক প্রশিক্ষণ নিতো। যখন কোন স্পার্টান মা তার ছেলেকে যুদ্ধের ঢাল দিতেন, তখন তিনি বলতেন, এই ঢালসহ তুমি ফিরে এসোদ। এই ঢাল এত বড় হতো যে, কোন সন্তানই তা ফেলে রেখে পালাতে পারত না। অন্যদিকে 'এথেন্স' নগর রাষ্ট্র ছিল গ্রীসের পার্বত্য অঞ্চলে এবং অনুর্বর ভুমিতে। ফলে এখানে কোনো যুদ্ধবাজ শাসক গোষ্ঠীর উদয় ঘটেনি। এথেন্সের নাগরিক সমাজ ছিল চার ভাগে বিভক্ত ।প্রথম শ্রেণিতে ছিল ধনী অভিজাত লোক। এরা পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক সুবিধা ভোগ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল কৃষক, বণিক, নাবিক, কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রমুখ। এদের নাগরিক অধিকার ছিল কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল অন্য দেশ হতে আগত জনগণ। এদের কোন রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার ছিল না। এরা সাধারণত শিল্প উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকত। চতুর্থ শ্রেণি হল দাস। এথেন্সে বহুসংখ্যক দাস ছিল। যারা জলপাই ও আক্সগুরের বাগান করতো। পেরিক্লিসের সময় (৪৬১-৪২৯ খ্রিঃপূঃ) এর শাসনামল থেকে শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এথেনীয়রা চরম উন্নতি সাধন করে। আইন ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র। ফলে এই 'এথেন্স'-এ জন্ম নিয়েছেন মহাকবি হোমার থেকে শুরু করে দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল, যাদের চিন্তাধারা পুরো পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে। পদার্থ বিদ্যা থেকে ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা, বিচার ব্যবস্থা, এমনকি দর্শন পর্যন্ত জ্ঞানের সর্ব ক্ষেত্রে এই এথেন্স'-এর অবদান সুস্পষ্ট। এই 'এথেন্স' গোটা পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। যেমন গণতন্ত্র।

'ঝিন্দের বন্দি' ছবিতে উত্তম

'ঝন্দের বন্দী' ছবিতে কাজ করার আগে থেকেই উত্তমকুমার ঘোড়ায় চড়া জানতেন !কন্তু সেটা অনেক !দন আগের কথা। মাঝে একেবারেই তাঁর কোনরকম প্র্যাকটিস !ছল না। উত্তমকুমারকে পরিচালক তপন সিনহা বলেন তুমি !কছুটা প্র্যাকটিস করো বাকিটা আমি ডামি দিয়ে করিয়ে নেব। কারন সাধারন জায়গায় ঘোড়া চালানো আর রাজস্থানের পাহাড়ী এলাকায় ঘোড়া চালানো এক নয়। কিন্তু উত্তমকুমার ছিলেন সিনেমা জগতের প্রথম মিস্টার পারফেকশানিস্ট তিনি যা করবেন তা নিখুঁত হওয়া চাই। আর এই যে তাঁর খুঁতখুঁতেমি, এটা বড় অভিনেতা হওয়ার লক্ষণ। মনের মতো চরিত্র পেলে উত্তমকুমার নিজেকে উজাড় করে দিতেন। এই চরিত্রটি এতটাই তাঁর ভালো লেগেছিল যে উত্তমকুমার সকালবেলা ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস শুরু করে দেন। যখন শুটিং এ উত্তম ঘোড়ায় উঠলেন, তাঁর নিয়ন্ত্রণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন তপন সিংহ। ফলে লং কিংবা ক্লোজ সমস্ত শট !দয়ে!ছলেন তিনি নিজে। কোন ডামি ব্যবহার করতে হয়নি। এর আগে উপহার বলে একটি ছ!বতে কাজ করেছিলেন তিনি তপন সিংহের সাথে। পরবর্তীকালে নিজ প্রযোজনায় জতুগৃহ ছবিটিতে তিনি তপন সিংহের পরিচালনায় কাজ করেন। যদিও জীবনের শেষ দিকে বাঞ্ছারামের বাগান ছবিটি নিয়ে দুজনার বিরাট ঝামেলা হয় ও আজীবনের মতো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তপন সিংহ ভেবে!ছলেন যে তিনি উত্তমকুমারের সাথে ঝামেলা মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু আর সেই সুযোগ তাঁকে দেননি মহানায়ক। কারন তার আগেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তপন সিংহ !কন্তু উত্তমকুমারকে ছাড়াই বহু হিট সিনেমা টালিগঞ্জকে উপহার দিয়েছেন। কিছু নামী স্টার পরিচালক, উত্তমকুমারকে ছবিতে নিতে চাইতেন না সমস্ত ক্ষীর উত্তম কুমার খেয়ে নেবে বলে। কারুর নাম নিতে চাইছি না। কিন্তু আপনারা জানেন তাঁরা কারা। এদের দু একজন আবার শুরুটা উত্তমকে দিয়ে করেলিন। তবে তাঁরা !নজেরা যে অসম্ভব ট্যালেন্টেড এতেও কোন সন্দেহ নেই এবং তাঁদের আশঙ্কাটা পুরোপুরি ভুলও ছিল না। উত্তম কুমার নিজের চরিত্র নিয়ে এত ভাবতেন ও এত ইনপুটস দিতেন যে একটা ইগো ক্ল্যাশ পরিচালকদের সাথে হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতই। কিন্তু উত্তম কুমারকে নিয়েও অনেক পরিচালক নাম করেছিলেন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পীযুষ বসু, অজয় কর, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সলিল দত্ত প্রমুখেরা বিখ্যাত হয়েছেন উত্তম কুমারকে নিয়ে ছবি বানিয়েই। আর তাঁদের সুনামের কোন ক্ষীরই উত্তম কুমার খাননি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

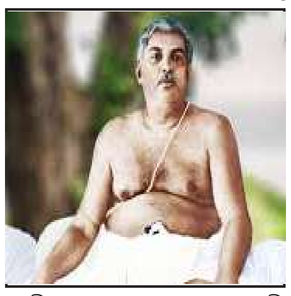

চণ্ডীদাসও বাংলায় কৃষ্ণ পদবলী রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি পদাবলীর বইও রচনাও করেছিলেন। আসলে ভারতের সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল দেব দেবী অর্চনার মধ্যে দিয়ে। তাদের মধ্যে দিয়েই সনাতন ভারতের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা সবাই করছে। কবিগুরু থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দও চেষ্টা করে চলেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশটাকে লালিত পালিত করার।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে।

'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'চাঁদের পাহাড়' এর মতো বলিষ্ঠ উপন্যাস রচনা করে বাংলার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করেন বিভূতিভূষণ

বিশেষ প্রতিবেদক

আমার জীবনে সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল। বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওপারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে। এ অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে গুজবে সময় কাটতে লাগল। সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হল। সন্ধ্যার হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম ; শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়খালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধোঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিকমিক করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে। বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছইয়ের বাইরে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। বরিশালের যে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ পনের মাইল দক্ষিণ পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের দু'পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন, এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছইয়ের মধ্যে। এসব জঙ্গলে ; বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তারই লঞ্চে করে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন ; সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হল। মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে বলে উঠল ; বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে। সঙ্গীকে বললুম, মশায়, এই তো সরু খাল; পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর?

সঙ্গী বললেন, না পড়লেই আশ্চর্য হব। শুনে অত্যন্ত পুলকে ছইয়ের মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা বসে থাকবার পর সঙ্গী বললে, আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ করে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে বলে মনে হল না; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি; মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম ; গ্রামাফোন? এ বনে এত রাত্রে গ্রামাফোন বাজাবে কে? কান পেতে শুনলুম ; গ্রামাফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বলছে। খানিকটা শুনে মনে হল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট, অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয় ; এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল, কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কলকল করে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলাম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে বসে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম; তারপর আবার ছইয়ের মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন অংশ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চ আর্তকরুণ ঝিঁঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণ স্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল; ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ ; আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে মলাম ; আমাদের ওঠাও ওঠাও ; আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় করে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম ; মশায়, ও মশায়, উঠুন, উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছে। বললে ; আল্লা! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া করে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ। ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তবে! মাঝি বললে, হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন, তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!

মাঝি বললে ; তিনজন আছি বলেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম, কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন ; ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল। আলো জ্বেলে বসে থাকা যাক ; রাত এখন ঢের।

মাঝিকে বললুম, তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন, এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় বলে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই বলে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয় ; সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে বসে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিনশ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভুঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই-আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহনার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দ্বীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারাণ্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেয়ে বসে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল ; মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলে সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় করে গড়তে হত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত, বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারি এমন কি নিজের জমিদারির মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী কন্যা লুঠপাট করা রূপ মহৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারি ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়দের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশি ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারির ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ন রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নর-নারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হল। নরনারায়ণ রায় তরুণ বয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর প্রকৃতি। বিদ্যুৎ চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান করে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানা জায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নিচেই তাজ চাপা আছে ; যদিও এর আগে তিনি বালিশের নিচে খুঁজেছেন। তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হতে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়। তরল মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হলেও বাইরে স্ত্রীকে বললে, দুদিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত করে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি করে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজরায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী বলে দিলেন ; এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে বসে চৌকি দেবে ; বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায় মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজরার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয় প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝকঝক করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোন নৌকো ছিল না ; যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায় মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র ; সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজরার রক্ষীরা কেউ হত হল, কেউ সাংঘাতিক জখম হল। নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হলে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র বলে মনে হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেঝের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে। আরও ক'দিন আরও ক'রাত গেল। কেউ তাঁর জন্যে খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু।

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল। তিনি অন্ধকার ঘরে পাষাণ শয্যায় ক্ষুধা কাতর দেহ প্রসারিত করে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। (ক্রমশ)

সিনেমা করতে গিয়ে বহু সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এসে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতেন অভিনেত্রী সুচিত্রা

বিশেষ প্রতিবেদক

গুলজার - সুচিত্রা সেন-আঁধি'র চিত্রনাট্য নিয়ে চললাম কলকাতা। আমি আর প্রযোজক জে ওমপ্রকাশ। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নো ডিসকাশন, নো কোয়েশ্চেন। আমি কোনও প্রশ্ন করব না, আপনি যা বলবেন আমি তা-ই মেনে নেব।' আমি একটু লজ্জাই পেয়ে গেলাম। উনি মনে রেখেছেন তা হলে প্রথম সাক্ষাতের কথা।

চিত্রনাট্য শোনার পর উনি রাজি হয়ে গেলেন। এ বার আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি এই সিনেমায় বিশেষ কোনও চরিত্রকে কাটছাঁট বা মডিফিকেশন করতেই পারবেন না। কারণ সিনেমাটায় একে চরিত্র কম, আর মহিলা চরিত্র মাত্র একটি, আপনার।' মিসেস সেন একটু অবাকই হলেন, কারণ অন্য সবার মতো উনিও খেয়াল করেননি যে সিনেমায় কেবল একটি মহিলা চরিত্র। এমনকী সিনেমা দেখার পরও কেউ তেমন করে খেয়াল করেন না।

শুটিং শুরু হল। প্রথমেই বিপত্তি। উনি সবার সামনে আমাকে 'স্যর' বলে ডাকতে লাগলেন। বললাম, সে কী কথা! আপনি আমার চেয়ে বড়, আপনি আমায় স্যর কেন বলবেন? মিসেস সেন বললেন, 'আপনি আমার ডিরেক্টর, তাই স্যর।' আমি বললাম, ঠিক আছে আমিও আপনাকে তা হলে 'স্যর' বলেই ডাকব। দেখাদেখি গোটা ইউনিট ওঁকে স্যর বলে ডাকতে আরম্ভ করল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার আর ওঁর এই সম্বোধনই বজায় ছিল। কাশ্মীরে শুটিং-এর সময়টা বড় সুন্দর কেটেছিল। আমার মেয়ে বস্কি তখন ছোট। স্যর খুব খেলতেন ওর সঙ্গে। রাখীজিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দারুণ জমাটি আড্ডা হত; আমি, রাখীজি, সঞ্জীব আর স্যর। সঞ্জীবের সঙ্গে স্যরের খুব ভাল র‍্যাপো ছিল। শুটিং শেষ হল। রাশ দেখে ইউনিটের সবার মুখ চুন। কারও ভাল লাগেনি। স্যরেরও না। কিন্তু মুখের ওপর তো সরাসরি বলতে পারেন না। তাই বললেন, 'ঠিকই আছে এমনিতে। কিন্তু এর সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও কিছু জুড়বে, মিউজিক জুড়বে।' আমি বললাম, 'দেখুন, সিনেমাটা এটাই। এর চেয়ে কিছু অন্য রকম বা নতুন হয়ে উঠবে না।' আমার ক্যামেরাম্যান আমায় ডেকে বলল, 'জো চিজ আদমি নিউজপেপার মে পড়তা হ্যায়, ও সিনেমা মে কিঁউ দেখেগা?' মানে সিনেমাটা দর্শকের চোখে একটি কষাটে খবরের কাগজ ছাড়া কিছুই মনে হবে না। বসলাম এডিটিং টেবিলে এবং তার পর সবার চোখ চকচক করে উঠল। সবাই মুগ্ধ। মিসেস সেনের অনবদ্য অভিনয় দেখে মুগ্ধ, তাঁর স্ক্রিন প্রেজেন্স-এ মুগ্ধ।

এর পর সেই ঘটনা। আমি তখন মস্কোয়, ফেস্টিভ্যালে। ভারতে তখন 'আঁধি' ২২-২৩ সপ্তাহ চলছে। জুবিলি হবে। হঠাৎ ফোন পেলাম, আঁধি ব্যান হয়ে গেছে। কেন? দক্ষিণ ভারতে কারা যেন প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে স্ক্রিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিনা মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে? অথচ আমি এই স্টিরিয়োটাইপটাই ভাঙতে চেয়েছিলাম। ভ্যাম্প ছাড়াও যে মেয়েরা ড্রিংক করে, সিগারেট খায়, সেটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। পরে তখনকার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আই কে গুজরাল-এর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারি, কেবল ওটাই ইস্যু ছিল না, আরও নানা আপত্তি উঠেছিল। সঞ্জয় গাঁধী এই ধরনের প্রতিবাদে বিচলিত হয়ে সিনেমাটা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। এই ব্যান নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এ বিরাট রিপোর্ট হয়েছিল। স্যরও ব্যাপারটায় খুব আঘাত পেয়েছিলেন।

তবে সিনেমাটার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। কত শুনেছি, উনি নাকি ভীষণ রিজার্ভড, কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না। কিন্তু আমি মানুষটাকে অন্য ভাবেই চিনেছি। হয়তো উনি পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষের সঙ্গেও মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি তো কলকাতা গেলেই দেখা করতাম। মুনমুন আমায় বলেছিল, মা'কে জিজ্ঞেস না করে কারও ফোন দিতে পারি না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ফোন তুলে আমায় শুধু বলতে হয়, স্যরের ফোন। এই পাওয়াটা বড় পাওয়া। আমি আসলে ওঁকে চিনি ভীষণ ইমোশনাল, ওয়র্ম এক জন মানুষ হিসেবে। আমার মনে আছে, 'আঁধি'র গোটা শুটিং-এ যত বার ওঁকে কান্নার দৃশ্য করতে হয়েছে, এক বারও গ্লিসারিন ব্যবহার করেননি। কেবল একটাই আবদার ছিল। ক্যাসেট প্লেয়ারে আমাকে 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে' গানটার 'তুম জো কহে দো তো আজ কি রাত চাঁদ ডুবেগা নহি, রাত কো রোক লো...' লাইন দুটো বাজাতে হত। উনি সেটা শুনতেন আর তার দু'মিনিট পর বলতেন, 'শট নাও।' আমি গোটা শুটিং-এ আমার টু-ইন ওয়ান আর ওই ক্যাসেটটা বয়ে বেড়াতাম।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে কত সময় গিয়ে দেখেছি, উনি বারান্দায় বসে আছেন আর কাকদের আঙুর খাওয়াচ্ছেন। কী অবাক হতাম! কাকগুলো সব ওঁর হাত থেকে আঙুর নিয়ে যেত। অথচ আমি শুনেছিলাম কাক নাকি মানুষকে ছোঁয় না! সকালের দিকে গেলে, উনি কাউকে বলতেন, এক গ্লাস ঠান্ডা দুধ আনতে। প্রতি বারই অবাক হতাম। আমার ব্রেকফাস্টের মেনু ওঁর এখনও মনে আছে! কত সময় কলকাতা গিয়েছি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ফোন করে জানিয়েছি। ও মা, সন্ধেবেলায় হঠাৎ বারীনদা এসে উপস্থিত। বারীনদা ওর সেক্রেটারি থেকে ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'ম্যাডাম এসেছেন গাড়ি নিয়ে, চলুন।' তখন আমি দেখা করতে যেতাম।

মুনমুনকে তো কত ছোট থেকে দেখেছি। ওর মেয়েদের দেখি। ফ্লাইটে কিংবা কোনও ফাংশনে দেখা হয় এখনও। রাইমা এক বার আমার কাছে এসেছিল ওর দিদিমাকে নিয়ে নানা কথা জানতে, একটা শুটও হয়েছিল। ওদের প্রতি রইল আমার অনেক শুভেচ্ছা আর ভালবাসা। সমস্যা সৃষ্টি হলেই তার সমাধান করে দিতেন অভিনেত্রী সুচিত্রা

কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি

শঙ্করলাল কর্মকার

এখন আপনার দেশের সাথে আমার দেশের সম্পর্ক নাজুক। বলতে গেলে ভঙ্গুর। কিন্তু তারপরও আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক চিরকালীন ভালোবাসার। আপনি সীমানা পেরুনো শঙ্খচিলগন্ধ জীবনানন্দের বাংলা বাঙালির অভিন্ন এক হৃদয় মোড়ানো শিল্পী। পুরুষ কেবল নারীর প্রেমে পড়বে। এটাই দস্তুর। শরীরমূখ্য প্রেমের এটাই নিয়ম। কিন্তু এর বাইরেও প্রেম থাকে। যেমন অকপটে বলি এই ভদ্রলোকের প্রেমে পড়া আমার জন্য ছিলো গৌরবের।

সে কবে প্রথম নাম শুনেছিলাম।যখন কবিতা লেখার শুরু, সে সময় শিল্প সাহিত্যের একখানা বনেদী ম্যাগাজিন এসেছিল হাতে ।যার নাম ছিলো, এক্ষণ। এই এক্ষণের একজন সম্পাদক ছিলেন নির্মাল্য আচার্য আর একজন ইনি। অভিজাত ম্যাগাজিনটি ছিলো তাঁর কাব্যও সাহিত্য প্রেমের দলিল। এর মাধ্যমে আমি প্রথম শ্রীমা মাদার রীশার নাম জানি। পড়ি জন্ম বোহেমিয়ান হামদি বে'র কাহিনী। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের এক জায়গায় এনে ছিলেন এই দুই সম্পাদক।

অন্যদিকে তিনি তখন মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রে ব্যাপক পদচারণায় ব্যস্ত। নায়কও ছিলেন। যারা অভিনয় করতে জানেন তাঁরাই তো অভিনেতা। কিন্তু এর মাঝখানে আবার কথিত সুন্দর চেহারার দুজন ঢুকে থাকে।যাদের নাম নায়কও নায়িকা। ভাগ্যিস তিনি নায়ক হিসেবে ততটা সফল হন নি। তাহলে বাঙালি এতবড় একজন অভিনেতা পেতো? যিনি মধ্য আশিতেও অভিনয়ে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলা বাঙালির অহংকার সত্যজিত রায়ের ছবিতে নিয়মিত ছিলেন তিনি। বাঙালির জীবনে অপু ও দুর্গা দুই অভিন্ন অনুপম চরিত্র। ইনিই সে অপু। বিভূতিভূষণের অসাধারণ বাংলার অপরাজেয় নায়ক।

সত্যজিতের একেকটি ছবিতে একেক ধরণের মহিমায় উদ্ভাসিত অভিনেতা ভারতের দাদা ভাই ফালকে পুরস্কার ও পদ্মভূষণ উপাধি এনে দিয়েছেন বাঙালিকে। শুধু কি তাই? ফরাসী দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাবও পেয়েছেন অবদানের জন্য।

কী অসাধারণ কণ্ঠ তাঁর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে ওঠে জীবন্ত। জলদগম্ভীর বলে যে শব্দ তার সবটাই মূর্ত তাঁর স্বরে। যত বয়স বেড়েছে ততো আরো পরিণত আরো মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন।

এই সে দিন ময়ূরাক্ষী নামে এক ছায়াছবিতে স্মৃতিভ্রম এক পিতার চরিত্রে অভিনয় করলেন। সারারাত কষ্ট বুকে জাগিয়ে রাখার মতো অভিনয়। তাঁর নাম দেখলেই আমার মত অনেকে সে ছবিটি একবার হলেও দেখতে ভালোবাসেন। কারণ তিনি মানেই যে নতুন কিছু নতুন কোন অবলোকন।

সব মিলিয়ে এক চমৎকার বহুমুখী প্রতিভার বাঙালি। এত অর্জন এত নাম এত ব্যপ্তির পরও বিনয়ী, ভদ্রলোক। যতদিন তিনি ছিলেন ততোদিন আমার মতো অনেকের কাছে সিনেমা ও অভিনয় ছিলো নবীণ পাতার মতো। নতুন কোন তারার মতো জ্বলজ্বলে। শেষ যাত্রায় যিনি প্রথাগত ধর্মীয় কিতাবের বাইরে গীতবিতান আর সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল সাথে নিয়ে যেতে চান তাঁকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবো না। আর এই মানুষের ই সাধনা করেছিলেন বাউল ফকির দর্শনের মানুষজন । বাঙালির সৌভাগ্য ছিলো তাঁকে পাওয়া। জন্মদিনে প্রণাম জানাই।

প্রসবের পর কী এমন হল! ২৫ দিন হয়ে গেলেও ফিরল না সন্তানের মা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ হাসপাতালে স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরই বিকল হয়ে যায় কিডনি! এমনটাই অভিযোগ করেন পরিবারের বাসিন্দারা। সেই প্রসূতির অবস্থা ক্রমশ সঙ্কটজনক হচ্ছে। ক্রমেই মৃত্যুমুখে চলে যাচ্ছে বলে দাবি পরিবারের। আর কবে সুচিকিৎসা পাবেন? উঠছে প্রশ্ন। জলপাইগুড়ি বোয়ালমারি নন্দন পুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বছর ২৩-এর শান্তনা রায় সন্তান সম্ভবা ছিলেন। প্রসব বেদনা শুরু হলে গত ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা ' চাইল্ড হাব'-এ ভর্তি করে পরিবার। ওইদিন রাতেই তাঁর সিজার হয়। পুত্র সন্তান প্রসব করেন তিনি। পরেরদিন থেকে প্রসূতি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মীয়দের দাবি, শান্তনার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এরপর গত ২ জানুয়ারি গভীর রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানে ভর্তি হওয়ার পর ধরা পড়ে যে ওই প্রসূতির কিডনি বিকল হয়ে গেছে। গত ২০ দিন ধরে রোগী সেখানেই চিকিৎসাধীন। বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি। রোগীর আত্মীয় সুনিল মাতব্বর জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রোগীর ভেন্টিলেশন ও ডায়ালিসিস দুটোই একসঙ্গে প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে সেই পরিকাঠামো নেই। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি প্রসূতি এভাবেই দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাবে? উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভেন্টিলেশনে থাকলেও ডায়ালিসিস না হওয়ায় দিন দিন ক্রিয়েটিনিন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে ক্রিয়েটিনিন লেভেল ৬ ছিল, এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ১২। ঘটনায় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ড. কল্যাণ খাঁ জানিয়েছেন বিষয়গুলি জানার পর জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের ডায়ালিসিস ইউনিট সহ তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে এই বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেখা মিলল কালো চিতার

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৩ জানুয়ারি ঃ বিরল প্রাণীর দেখা মিলল কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলে। অন্যদিকে, রাজ্যে বারবার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আনাগোনা নিয়ে আতঙ্ক। তারই মাঝে এবার কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলে দেখা মিলল ব্ল্যাক প্যান্থার বা কালো চিতাবাঘের। এক গাড়িচালক ম্যালানিস্টিক লেপার্ডটিকে দেখতে পান। তিনি ক্যামেরাবন্দি করেন। কার্শিয়াংয়ের ডিএফও ওই ছবিটি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। ছবিটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। কালো চিতাবাঘকে দেখে উচ্ছ্বসিত পশুপ্রেমীরা। গাড়িচালকের দাবি, চিমনি থেকে বাগোরা যাওয়ার রাস্তায় কালো চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। ওই এলাকাটি কার্শিয়াং বনবিভাগের অন্তর্গত। কালো চিতাবাঘ অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। বনবিভাগের তরফে তাই ইতিমধ্যে বনাঞ্চলের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হচ্ছে। যাতে পাচারকারীরা কোনওভাবে ওই কালো চিতাবাঘকে পাচারের জন্য টার্গেট করতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, এর আগেও পাহাড়ে কালো চিতাবাঘ দেখা গেছে। এটির খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এর আগে গত ২০২১ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ব্ল্যাক প্যান্থারের ছবি ধরা পড়ে। তিন-চার বছর বয়সের একটি শাবক ব্ল্যাক প্যান্থারের ছবিও ধরা পড়ে । বনদপ্তরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরাতেই এই সব ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু কী এই ম্যালানিস্টিক লেপার্ড? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এটা আসলে এক ধরনের লেপার্ড। কালো হলুদ ডোরাকাটার বদলে জিনগত পরিবর্তনের ফলে তাদের শরীর সম্পূর্ণ কালো রঙের হয়ে যায়। বংশানুক্রমে কালো লেপার্ডের বংশবৃদ্ধিও হয়। যাকে আসলে অনেকেই ব্ল্যাক প্যান্থার বলেন। পরিসংখ্যান বলছে, দীর্ঘ ২৫ বছর থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ম্যালানিস্টিক লেপার্ড বা ব্ল্যাক প্যান্থারের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে। পাছে চোরাশিকারিদের নজর পড়ে তাই ঠিক কতগুলি ব্ল্যাক প্যান্থার রয়েছে বনাঞ্চলে, সে তথ্য প্রকাশ করা হয় না।

মেট্রোয় ঝাঁপ, ব্যাহত পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার কবি নজরুলে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাকের বিদ্যু সংযোগ বন্ধ করে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। এর জেরে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছে পরিষেবা। ৪৯ মিনিট পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। এদিন ৪ টা ২৮ মিনিটে টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ ও ডাউন দুই লাইনেই বন্ধ হয় পরিষেবা। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় তৃতীয় লাইনে। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। মেট্রো না-পাওয়ায় স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়ে। তাঁরা সমস্যায় পড়েন। অনেকেই মেট্রো ছেড়ে সড়কপথে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ আবারও শক্ত হলো রাজ্যের শাসক দলের সংগঠন। পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগদান করলেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী। জানা গেছে, ময়নাগুড়িতে ভাঙন ধরে বিজেপিতে। বৃহস্পতিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক। এদিন ময়নাগুড়ি জল্পেশ মুক্ত মঞ্চে এই যোগদান কর্মসূচি হয়।

নেতাজির জন্মদিবসে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেমিনার জীবন্তি চেতনায়

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৩ জানুয়ারি ঃ দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করলো জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আর কয়েকটা দিনের পরেই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, ছাত্র জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক, শিক্ষার্থীরা যাতে ভয় কাটিয়ে ভালোভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে তাই শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসে বৃহস্পতিবার কাংদী থানার অন্তর্গত জীবন্তি চেতনার শিক্ষা নিকেতনে বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং নেতাজির সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এই সেমিনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের বিশিষ্ট্য শিক্ষক শিক্ষক ডঃ কুনাল সরকার, মসির আলী, মোহব্বত আলী মোল্লা ওরফে তরুণ স্যার, রাহিবুল সেখ, জামির সেখ, হায়দার সেখ, সিটন সেখ, সুমিত মন্ডল প্রমুখ। সেমিনারের পাশাপাশি কুইজ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে তাদেরকে পুরস্কার তুলে দেওয়ায় হয়। এই অল্প কয়েকদিন কিভাবে ভালো করে পড়ে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ডঃ কুনাল সরকার বলেন বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া অনেক সহজ কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চেয়ে মোবাইলে সোশ্যাল সাইডে সময় অপচয় করছে, যার ফলে সহজ বিষয় তাদের কাছে জটিল মনে হয়। তাই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে বই নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই।

ভূগর্ভস্থ খনিতে শ্রমিক সুরক্ষায় অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৩ জানুয়ারি ঃ এ বার ইসিএল-এর ভূগর্ভস্থ কয়লাখনিগুলির সার্বিক নিরাপত্তায় আনা হচ্ছে উন্নতমানের সিসিটিভি ক্যামেরা। খনির প্রতিটি পিটে বসানো ওই ক্যামেরা কাজ করবে অন্ধকারেও। সংস্থার দাবি, একটি ক্যামেরা খনিগর্ভের অন্তত ৫০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় নজরদারি চালাতে পারবে। খনিকর্মীদের হেলমেট, জুতো, গ্লাভস রয়েছে কি না ওই ক্যামেরায় তা ধরা পড়বে। অর্থাৎ শ্রমিকরা সুরক্ষিত অবস্থায় কাজ করছেন কি না তা ধরা পড়বে এই ক্যামেরায়। খনিগর্ভ থেকে ছোট ট্রলিতে কয়লা আনা হয়। সেই পদ্ধতিও যথাযথ ভাবে কাজ করছে কি না দেখা হবে সেটাও। ইসিএলের জেনারেল ম্যানেজার (সেফটি) অশোক কুমার জানান, এখানে ৪৮টি ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি রয়েছে। ওই সব খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা, খনিতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার যাবতীয় ছবি ধরা পড়বে ওই ক্যামেরায়। সিসি ক্যামেরাগুলি মনিটরিং করার জন্য খনির উপরে নির্দিষ্ট আধিকারিকের ঘরে ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, 'কর্মীরা সুরক্ষিত থাকবেন এবং উৎপাদনও ভালো হবে। এ জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।' কয়লা মন্ত্রকের অন্যতম উপদেষ্টা ও কোল ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর বি ভিরা রেড্ডি ' সময়'কে জানান, ইসিএলের সমস্ত ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির প্রত্যেকটি পিটে অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ' ভিতরে আলো সামান্যই। কিছুটা অন্ধকার থাকলেও এই ক্যামেরাগুলি এতটাই উন্নতমানের যে, ছবিতে কোনও অসুবিধা হবে না। দেশের মধ্যে এই ধরনের ক্যামেরা প্রথম লাগানো হচ্ছে। তার পর অন্য জায়গায় বসানো হবে।' ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন বিহার বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের কাছে চাসনালা কয়লাখনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছিল ৩৭০ জনেরও বেশি শ্রমিকের। এর ১৪ বছর পরে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জে মহাবীর কোলিয়ারিতেও ঘটে গিয়েছিল ভয়াবহ বিপর্যয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরেও বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল ঝাড়খণ্ডের রাজমহল কয়লাখনি। মারা গিয়েছিলেন সাত জন শ্রমিক। এ ছাড়া প্রায়ই খনি এলাকায় ছোটখাটো নানা দুর্ঘটনা ঘটে। সেই প্রেক্ষিতে কর্মী নিরাপত্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্তে সন্তোষপ্রকাশ করেছে শ্রমিক মহলও। জেনারেল ম্যানেজার (সেফটি) বলেন, 'ভিতরে তেমন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা উপরে কর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তাতে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলেই বিশ্বাস।' সূত্রে জানা গেছে, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে খনিগর্ভের ক্যামেরার সঙ্গে ভূতলের ক্যামেরার সংযোগ ঘটিয়ে ইন্টিগ্রেটেড কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ছবি সমেত সমস্ত তথ্য জানা যাবে ইসিএলের সদর দপ্তরে বসেই। ইসিএল জানিয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে খোলামুখ খনিতেও উন্নতমানের ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। তবে শ্রমিক নিরাপত্তার সঙ্গে অত্যাধুনিক দামি যন্ত্রপাতির দিকেও নজরদারি চালাবে এই ক্যামেরা। কয়লা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ইসিএলে ভূগর্ভস্থ খনিগুলিতে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে কয়লা তোলার পরিমাণ বাড়ানো হবে। এই সব খনির ভিতরে থাকবে দামি যন্ত্রপাতি। কর্মীদের সার্বিক নিরাপত্তার সঙ্গে সেগুলির দিকেও খেয়াল রাখা হবে। এর ফলে খনিগুলিকে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে খনির উপরে থাকবেন আধিকারিক ও কর্মীরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিআইএসএফ এবং ইসিএল-এর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী নজরদারি চালাবে। তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। ইসিএল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে খনির উপরে ও বিভিন্ন কোলিয়ারি সাইডিংয়ে মোট ১৬৪৩ টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে।

'নেতাজি যেমন, মুখ্যমন্ত্রীও তেমন'- কুণালের পর তুলনা বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৩ জানুয়ারি ঃ কুণাল ঘোষ তুলনা করেছিলেন আগেই। এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিনে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেতাজির তুলনা করলেন শাসক দলের আরও এক নেতা। বৃহস্পতিবার তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র জেলা শাসকের দফতরে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এই মন্তব্য করেন। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের দফতররে অনুষ্ঠিত হয় সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি ও অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র। বক্তব্য রাখার সময় বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যেমন দেশের জন্য কাজ করতেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী মমতাও একই রকম কাজ করছেন। নেতাজির কাজের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাজের মিল দেখতে পাই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সকলকে নিয়ে কাজ করতেন। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও সকলের জন্য কাজ করছেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা কাউকে অনুকরণ করি না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যেমন সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিলেন, তার কাছে সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ছিল, কিন্তু তিনি তা বহন করেননি। সেটা যেমন আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত, তেমনই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরও বৃত্তশালিনী হওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে জনগণের জন্য কাজ করছেন। মহাপুরুষদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের মিল দেখতে পাই। তমলুক বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি আশিস মণ্ডল বলেন, একজন অধ্যাপক মানুষ, তৈলমর্দন করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছেন, কার সঙ্গে কার তুলনা করতে হয়। বিজেপি নেতা আরও বলেন, টাকা দিয়ে ভোট বৈতরণী পার করছেন মমতা। শিক্ষিত মানুষ চাকরি পাচ্ছে না, সরকার শুধু ভাতার টাকা দিচ্ছে।

নোয়াপাড়া থানায় আজও সংরক্ষিত নেতাজির কাপ-প্লেট

দুরন্ত বার্তা, নোয়াপাড়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ নোয়াপাড়া থানার যে ঘরটিতে আটক করে রাখা হয়েছিল নেতাজিকে, সেই ঘরেই বৃহস্পতিবার তাঁর জন্মদিনে উদ্বোধন হল গ্রন্থাগারের। নেতাজির স্মৃতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে ও এই থানা যে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত তা এলাকার মানুষদের মনে করিয়ে দিতে নোয়াপাড়া থানায় উদ্বোধন হয় একটি গ্রন্থাগারের। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ। উল্লেখ্য, সারা দেশে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন নোয়াপাড়া থানাতেও বিশেষ মর্যাদায় পালিত হয় দিনটি। সুভাষচন্দ্র বসুকে যে ঘরে আটকে রেখেছিল ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ, নোয়াপাড়া থানার সেই ঘরটি সংরক্ষণ করা হয়। ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতির সেই ঘরকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। ছোট্ট একটা ঘর, কোনও এক সময়ে গারদ ছিল। পলেস্তারা খসা নোয়াপাড়া থানার সেই ঘরটিই সেজে ওঠে বছরে একটি দিন। সেই ঘরের মেঝেতে এখন সাদা টাইলস। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি এই ঘরটিতে সুভাষচন্দ্রের ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়। থানা প্রাঙ্গণে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি। জন্মদিনে সেখানেও শ্রদ্ধা জানান সকলে। প্রসঙ্গত, ১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবর ভাটপাড়ার গোলঘরে জুট মিল শ্রমিকদের সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান নোয়াপাড়া থানার তৎকালীন ওসি ম্যাকেনজি। নেতাজিকে আর গোলঘরের ওই সম্মেলনে যেতে দেওয়া হয়নি। তাঁকে নিয়ে আসা হয় নোয়াপাড়া থানায়। সেখানেই কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। তবে ভদ্রতা দেখিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে চা দিয়েছিল। যদিও নেতাজি পুলিশের দেওয়া সেই চা খাননি। তখন আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারাই চা করে দিলে তিনি তা খান। সেই কাপ-প্লেট আজও সংরক্ষিত রয়েছে থানায়।

ফোন ফেরত পেয়ে আবেগে কাঁদলেন বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ মেয়ে উপহার হিসাবে বাবাকে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিল। বৃদ্ধ বাবা বাজারে বেরিয়ে সেই ফোন রাস্তায় হারিয়ে ফেলেন। ওই ব্যক্তির ফোন হারানোর যন্ত্রণার থেকেও মেয়ের দেওয়া উপহার হারিয়ে ফেলার কষ্ট ছিল বেশি। এক বছরের মাথায় তা ফিরিয়ে দিল দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। দুর্গাপুরের বিধাননগরে থাকেন ওই বৃদ্ধ। শিল্পতালুক ফেজ ৩-তে থাকেন তিনি। ওই বৃদ্ধ জানান, গত এপ্রিল মাসে মেয়ের দেওয়া মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেন। বৃদ্ধের কথায়, ' পরামর্শে থানায় এফআইআর করি। ওই ফোনটা আমার মেয়ে আমাকে দিয়েছিল। তাই ওটা হারিয়ে আমার খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে পাবো ভাবতেই পারিনি। কী যে ভালো লাগছে তা বলে বোঝাতে পারব না।' শুধু তিনিই নন, আরও বেশ কয়েক জন হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়েছেন বৃহস্পতিবার। সাইবার প্রতারণায় খোয়ানো টাকাও উদ্ধার করে ফিরিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, কেউ ফোন হারিয়েছিলেন এক বছর আগে, কারও ফোন খোয়া যায় দু'বছর আগে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ' উপহার পাওয়া' নামে এক অনুষ্ঠানে এ রকম ১৪ টি মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেয় নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। এই এলাকারই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চুরি গিয়েছিল সেগুলি। এ ছাড়া দু'জন সাইবার প্রতারণায় যথাক্রমে ৩৫ হাজার টাকা ও ২০ হাজার টাকা খোয়ান। তাঁদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় সেই টাকাও।

দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত কাপড়ের গুদাম, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল কাপড়ের গুদাম। বৃহস্পতিবার দুপুরে দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তার মতো জমজমাট এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের সাহায্যে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই গোটা গুদাম। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। পর্যটক মহলেও আতঙ্ক ছড়ায়। দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। বাজার, হোটেল থেকে শুরু করে গাড়ির স্ট্যান্ড সবই রয়েছে এখানে। সবসময়ই এখানে ভিড় থাকে। ছুটির দিনে সেই জমজমাট এলাকার নেহরু রোডে আচমকা দাউদাউ আগুন। সময় তখন দুপুর সাড়ে ১২টা। একটি কাপড়ের গুদাম ছিল চৌরাস্তায়। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর শুনে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে এলাকা ঘিঞ্জি হওয়ায় দমকল কর্মীদের যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়। কুয়াশাঘেরা পাহাড়ি পরিবেশে এমনিতেই দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড় থাকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ম্যালে বসে থাকা পর্যটকদের নজরে আসে তীব্র ধোঁয়া। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারপর দেখা যায়, আগুনের উৎস চৌরাস্তার একটি কাপড়ের গুদাম। সূত্রের খবর, সেই গুদামে থাকা সমস্ত জামাকাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানাচ্ছে গুদাম কর্তৃপক্ষ। তবে এখনও ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে সেখানকার ব্যবসায়ীরাও। যে বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে সেখানে কয়েকটি নামী সংস্থার দোকান রয়েছে। দুপুরে সেসব দোকান বন্ধ থাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি।

ঘটছে অনুপ্রবেশ, ঘন কুয়াশায় নজরদারিতে অসুবিধার মুখে পড়ছেন বিএসএফ জওয়ানরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ সীমান্তে জঙ্গলের আড়ালে ঘটছে অনুপ্রবেশ! শীতে ঘন কুয়াশায় নজরদারিতে অসুবিধার মুখে পড়ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় সাফাই অভিযান চালাতে গ্রামবাসী, স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও ফরেস্ট বিভাগের আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসলেন নদিয়ার গেদে সীমান্তের বিএসএফের কর্তারা। গত কয়েকমাস ধরে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। এপার বাংলায় ঘটেছে একাধিক অনুপ্রবেশ। শুধু ওপার বাংলার নাগরিক বা চোরা পাচারকারিরা নয়, জঙ্গিরাও কাঁটাতার পারের চেষ্টা করবে বলে শঙ্কা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গল ও গাছের অতিরিক্ত বড় ডালগুলি সমস্যা তৈরি করছে। আগে গ্রামবাসীদের গাছ কাটার কথা বলা হলেও তা শোনেননি। বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে রানাঘাট ফরেস্ট রেঞ্জের আধিকারিককে নিয়ে বৈঠক করা হয়। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, দেশের নিরাপত্তার জন্য বিএসফকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তাঁরা। বাংলাদেশের পালা বদলের পর জঙ্গি সংগঠন সংক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতের মাটি ব্যবহার করে নাশকতার ছক চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তারও হয়েছে অনেকে। সীমান্ত কাঁটাতার লাগানো নিয়ে মালদা, কোচবিহারের সীমান্ত উত্তপ্ত। এই আবহে নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ গেদে সীমান্তের ব্যাটালিয়ন। বৈঠকের পর রানাঘাট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, বিএসএফের তরফে আমাকে আসতে অনুরোধ করা হয়। সীমান্তে বড় গাছগুলির ডালপালা ও কিছু আগাছা জাতীয় গাছের জন্য বিএসএফের জওয়ানরা নজরদারির সময় অসুবিধার মুখে পড়ছেন। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল সেই সমস্যা গ্রামবাসীদের বোঝাতে। বাসিন্দাদের সেগুলি কেটে নিতে অনুরোধ করেছি। তাঁরা গাছপালা কেটে সরিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, গ্রামবাসী, জনপ্রতিনিধি, ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসারদে নিয়ে বিএসফের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ১৯৭১ সালের মতো কঠিন সমস্যা এসেছে আমাদের সামনে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বিএসএফকে সাহায্য করা উচিত।

অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসা শান্তনুর

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ২৩ জানুয়ারি ঃ বিজেপিতে যারা আছে, তাদের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় শুভেন্দু অনেকটাই এগিয়ে। যেহেতু শুভেন্দু মমতার স্কুলের ছাত্র, ভাল স্কুলের তো একটা ছাপ থাকে! একদিন আগে ঠিক এ ভাষাতেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা পুরনো সতীর্থ শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই এবার কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আবার করে ফেললেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরাজ প্রশংসা। বৃহস্পতিবার বিকালে বাগদার হেলেঞ্চাতে মতুয়া ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন শান্তনু। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। শান্তনুর কথায়, অভিষেক নতুন জেনারেশনের ছেলে, অনেক বেশি চৌকস, অনেক বেশি এক্সপার্ট। আমি মনে করি যারা বুড়ো ঘোড়া তাদের রেস্ট নেওয়া উচিত। আমি আগে বলেছিলাম আস্তাবলের বুড়ো ঘোড়াদের সরিয়ে দেওয়া উচিত। যাদের দ্বারা সরকার চলছে না তাদের রেখে লাভ কী আছে! নতুন জেনারেশনকে এগিয়ে দিতে হবে। বিগত কয়েক মাসে তৃণমূলে ভালই প্রকট হয়েছে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। প্রকাশ্যেই মুখ খুলতে দেখা গেছে একাধিক তাবড় তাবড় নেতাদের। যা নিয়ে চাপানউতোর চলছেই। দলের অন্দরে রদবদল নিয়েও তুঙ্গে চর্চা। সরস্বতী পুজোর পরেই রদবদলের বাস্তবায়ন দেখা যেতে পারে বলে খবর। নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়েও এদিন খোঁচা দিয়েছেন শান্তনু। তাঁর কথায়, ভিতরের ভাঙনটা খুব ভালভাবে হয়েছে। এটা চলতে থাকুক । সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ডিমা হাসাও জেলায় উদযাপিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮-তম জন্মজয়ন্তী

অসম, ২৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮-তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে পরাক্রম দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি ডিমা হাসাও জেলায়ও রাজ্য সরকারের ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবং বাঙালি পরিষদ অসম, ডিমা হাসাও জেলা কমিটি, বাঙালি ছাত্র সংস্থা, বাঙালি যুবছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতায় হাফলঙের পিএমশ্রী সরকারি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নেতাজির ১২৮-তম জন্মজয়ন্তী পরাক্রম দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে পিএমশ্রী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা এবং আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে আজাদহিন্দ বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মলগ্ন ঘোষণা করা হয়। তার পর অনুষ্ঠিত হয় এক সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধনপাইনন থাওসেন, হাফলং পুর পর্ষদের চেয়ারপার্সন রিপা হোজাই, কুলেন্দ্র দাওলাগাপু, হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামানঃদ চৌধুরী, পিএমশ্রী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমীর মজুমদার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিক পুরবী ফংলো, ডিমা হাসাও জেলার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অনুপকুমার বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠিত সভায় সব বক্তা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা আংেদালনে অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরে সবাইকে নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। তার পর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরবর্তী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। লার উমরাংসোতে বাঙালি পরিষদ অসমের আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পরাক্রম দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নেতাজির প্রতিকৃতি সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় উমরাংসো শহরে। তাছাড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সপ্তাহে দু'দিন করে পাঁচ মাস বন্ধ থাকবে বারাসত ওভারব্রিজ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ জানুয়ারি ঃ সংস্কারের কাজের জন্য বারাসত ওভার ব্রিজে নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে যান চলাচল। আগামী ২৫ জানুয়ারি, শনিবার থেকে শুরু হবে সংস্কারের কাজ। এর জেরে শুক্রবার রাত ১টা থেকে সোমবার ভোর ৩টে পর্যন্ত ওই সেতুতে বন্ধ থাকবে গাড়ি চলাচল। ওই সময়ে দু'চাকা থেকে পণ্যবাহী কোনও ধরনেরই গাড়ি ব্রিজ দিয়ে চলাচল করবে না। বৃহস্পতিবার বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (জোনাল) স্পর্শ নিলাঙ্গী এবং ডিএসপি (ট্র্যাফিক) নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, যান চলাচলে এই নিয়ন্ত্রণ আগামী পাঁচ মাস ধরে চলবে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোরের পরেও ব্রিজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই সময় দু'চাকা বা তিন চাকার ছোট যানবাহন চলবে স্রেফ। যত দিন ব্রিজ সংস্কারের কাজ চলবে, তত কোনও চারচাকা গাড়িই ব্রিজ দিয়ে যেতে পারবে না। তবে এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করা হবে। তবে সেই সময় কী ব্যবস্থা নেবে ট্র্যাফিক, তা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

সোদপুরের মেয়ে কুচকাওয়াজ দেখতে আমন্ত্রিত

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ রাজধানীতে ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সোদপুরের কুমারী তনিমা দাস একজন। ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি কুমারী তনিমা দাসের দিল্লিতে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানান, সরকারি আমন্ত্রণপত্র হাতে পাওয়া আমার কাছে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। আমার বাবা চিঠিটি প্রথমে পড়েন। এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আমি গর্বিত। জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা ১০ হাজার জন বিশেষ অতিথিকে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে থেকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্বর্ণিম ভারতের নির্মাতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সহ নানা ক্ষেত্রে সফল মানুষেরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হচ্ছেন।

গৃহকোণ

দেশের বাজারে প্রচলিত আসবাবগুলোতে মূলত ইউরোপীয় ধারা চলছে

স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে পোশাকে যেমন এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, তেমনি আসবাবেও লেগেছে সেই ছোঁয়া। তাই ক্রেতাদের এখন বিশেষ পছন্দ আধুনিক ধারার মাল্টিপারপাস ফার্নিচার বা বহুমুখী আসবাব। বিশেষ করে ছোট ফ্ল্যাটে বাস করা পরিবারগুলো এমন আসবাব খোঁজেন, যাতে জায়গা কম আবার দেখতে আধুনিক। আপনার বাসার জন্য কেনা সোফা একই সঙ্গে মেটাবে খাটের চাহিদাও। গেস্টরুমে এই আসবাব যেমন কার্যকর, তেমনি বাঁচাবে জায়গা। বর্তমান জীবনযাপনকে মাথায় রেখেই আসবাব নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন নানা উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করছে। ঘর গোছানো একটি আর্ট, তাই ছোট বা মাঝারি আকারের অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির আসবাবের দিকে ঝুঁকছেন। যে ধরনের আসবাবগুলো ঘরের খুব বেশি জায়গা দখল করবে না।

শুরুতে এসব পণ্যের দাম শুনে মনে হতে পারে কিছুটা বেশি। তবে হিসাব করলে দেখা যাবে, আলাদা করে একটি ডাইনিং টেবিল ও পড়ার টেবিল কিনতে লেগে যেত ৭০ হাজার টাকা, সেটাই এখন এক আসবাবে ৪৫ থেকে ৫০ হাজারে সেরে ফেলা যাচ্ছে। একাধিক কাজে ব্যবহারযোগ্য পণ্যগুলোর দাম অনেকের কাছে কিছুটা বেশি মনে হয়। তাই যাঁরা একটা পণ্য কিনতে দোকানে যান, তাঁরা মাল্টিপারপাস আসবাব এড়িয়ে চলেন।'

বাজারে একাধিক প্রতিষ্ঠান এনেছে 'মাল্টিপারপাস সোফা'। যে সোফা বসার পাশাপাশি ডাবল বেডের খাট হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। অনেক ব্র্যান্ডে ডিভানকেও খাট হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা আছে। লিভিংরুমে ব্যবহারের জন্য নিতে পারেন মডিউল সোফা, যেটি আপনার পছন্দমতো সাজাতে পারবেন। আপনার রুমের আকার অনুসারে কাস্টমাইজ করেও নেওয়া যাবে এসব আসবাব। তিন দুই এক টাইপের সনাতন ধারার সোফা সেটের ধারণা এখন নেই। এক, দুই সিটেও এখন সোফা পাওয়া যায়। যাঁর বাসায় যেটুকু জায়গা বা যাঁর যে কয়টা প্রয়োজন, তাই কিনতে পারবেন তিনি। দেখতেও বেখাপ্পা মনে হয় না আজকাল।

এ ক্ষেত্রে হাতিলের স্টোরেজ সোফা হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। কারণ, এই সোফার ভেতরে ড্রয়ার বা বাক্স আকারে অন্য নানা জিনিসপত্র রাখার সুযোগ আছে। হাতলে আছে ভিন্ন ধারার বাচ্চাদের পড়ার টেবিল, যা তার পড়া শেষে ঘুমানোর বেডে রূপান্তর করতে পারবেন। বহুমুখী আসবাবের মধ্যে আরও আছে বেঞ্চ কাম মই, ড্রেসিং টেবিল কাম স্টোরেজ, দেয়ালের তাক কাম দোতলা খাট ইত্যাদি।

জনপ্রিয় হলেও বিদেশে কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই তৈরি হচ্ছে মাল্টিপারপাস আসবাব। সাধারণ বাড়িতে আসবাবের খুব বেশি বাহুল্যই অবশ্য দেখা যেত না। বড়জোর এক বা দুটি বড় চৌকি পেতে বাড়ির বয়স্কদের ঘুমানোর ব্যবস্থা, একটা মিটসেফ আর আলমারি। বেশির ভাগ বাড়িতে বসার জন্য পাটির চল ছিল। এটাও কিন্তু একধরনের মাল্টিপারপাস উপকরণ। যে পাটিতে খাওয়া হচ্ছে, একটু পর তাতে বসেই বাড়ির ছেলেপুলেরা লেখাপড়া করছে, সেখানেই আবার রাতে ঘুমানোর জন্য ঢালাও বিছানা পাতা হতো। অতিথি এলেও গ্রামে চাঁটি পেতে দেওয়ার চল ছিল।

আর্থিক অবস্থার সঙ্গে বদলেছে মানুষের রুচি। সামর্থ্য যখন বাড়তে শুরু করে, মানুষের রুচিতেও আসে বদল। আসবাবও এর ব্যতিক্রম নয়। আগে যেমন ধনী বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ আসবাব দেখা যেত, এখন ধনীরা মিনিমালিস্টিক আসবাব খোঁজেন। একের ভেতর দুই কাজের আসবাবও তেমনি মানুষের প্রয়োজনের পাশাপাশি রুচির প্রকাশ।'

বর্তমানে দেশের বাজারে প্রচলিত আসবাবগুলো মূলত ইউরোপীয় ধারার। ডিজাইন খুব সাধারণ হলেও দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। আধুনিক ফার্নিচারগুলোয় খুব বেশি কারুকাজের দেখা মেলে না, এগুলোর ওজন থাকে কম। তাই সহজেই স্থানান্তর করা যায়। শুধু বাসাবাড়িতেই না, করপোরেট জগতেও বেড়েছে এ ধরনের ফার্নিচারের চাহিদা।

আসবাবে বর্তমানে সাদা ও কফি কালার বেশি চলছে বলে জানালেন একজন ফার্নিচার বিক্রেতা।

কাদের জন্য বহুমুখী আসবাব

কিছু বিশেষ শ্রেণির মানুষকে টার্গেট করে তৈরি হয় বহুমুখী আসবাব। এর মধ্যে আছে নতুন সংসার শুরু করা দম্পতি, শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া ছোট পরিবার, ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ও সদ্য চাকরি পেয়ে নিজের বাসা গোছাতে শুরু করা ব্যাচেলর। অনেকেই ৮০০ থেকে ১ হাজার বর্গফুটের ছোট বাসায় থাকেন। এমন বাসায় থাকা পরিবারেরও দরকার হয় খাট, আলমারি, সোফা, খাবার টেবিল। তবে ছোট ঘরে এত কিছু আঁটানো কঠিন। তাই বহুমুখী আসবাব থাকলে সুবিধা।

পাতলা ও বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী আসবাব বানায় বেশ কিছু দেশীয় ব্র্যান্ড, এদের মধ্যে আছে হাতিল, আকতার, ব্রাদার্স, নাভানা, ডেলটা, নাবিলা, নিউ অথেনটিক, পারটেক্স, অটবি, নাদিয়া, ইশো, বহু, উড মার্কস, গ্রিন ফার্নিচার, উডি রিজন্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ননব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠানগুলোও নানা রকম বহুমুখী আসবাব তৈরি করে দেয়। কোনো পণ্য দেখিয়ে দিলে সেটার রেপ্লিকা বানিয়ে দেয় তারা।

দাম কেমন

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বেডরুমের আসবাবের দাম ১৩ হাজার ৫০০ থেকে ১ লাখ টাকা।

২০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায় নিতে পারেন ওয়ার্ডরোব।

১০ হাজার থেকে ৫০ হাজারে কিনতে পারবেন ভালো অফিস চেয়ার।

৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকায় মিলবে সোফা কাম বেড।

৮০ হাজারের মধ্যে মিলবে দুই ধরনের ব্যবহারযোগ্য টেবিল।

৩৫ হাজার থেকে ৫০ হাজারে মিলবে তাক থেকে বিছানা।

বর্তমানে ইএমআই-সুবিধা দিচ্ছে বিভিন্ন আসবাব ব্র্যান্ড। তাই খুব সহজেই ৩ থেকে ১২ মাসের কিস্তিতে কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে পণ্য কিনতে পারবেন।

অন্যরকম ভাবে নেতাজির জন্ম জয়ন্তী পালন করলো নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৩ জানুয়ারিঃ ১২৯ তম নেতাজি জন্মদিন একটু অন্যভাবে পালিত হলো নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে। ২২ এবং ২৩ শে জানুয়ারি, ২০২৫ কাকদ্বীপে যথাক্রমে কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ড এবং পুকুরবাড়িয়া অ প্রা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজি জন্মদিন পালন হলো। প্রথম দিনে রক্তদান মহান দান এই আপ্ত বাক্যটিকে মাথায় রেখে রক্তদান শিবির হলো। প্রায় একসর কাছাকাছি মানুষ নামখানা এবং কাকদ্বীপ এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করেন। এরপর প্রান্তিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রথম পর্বের উদ্বোধন হলো। এতে মূলত সুন্দরবন এলাকার উদীয়মান লেখক লেখিকাদের লেখা এই পত্রিকায় পাওয়া যাবে। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধনে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, সংগঠনের সম্পাদক তথা অধ্যাপক শান্তনু বেরা, শিশুশিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ প্রামাণিক, সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, সংগঠনের সভাপতি আশীষ বিশ্বাস, সুন্দরবন কুইজ ফোরামের সম্পাদক সঞ্জয় মাইতি, ওএআর এর সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস, এক্স মিলিটারি ম্যান প্রবীর দিন্দা, সমাজসেবী দেবাশীষ দাস, ডা অনিমেষ জানা, অতনু দাস ও আরো বিশিষ্টজনেরা। এদিন রাজনগর বিশ্বম্ভর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী বিদিশা দাসের হাতে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হলো। সেই সাথে পাতিবুনিয়া উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শ্রাবণী দোলুই কে মাসিক বৃত্তির সূচনা করা হলো। বিদিশা দাস সংগঠনের এই উপকার পেয়ে খুবই আবেগঘন হয়ে পড়ে এদিন। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কলেজ ছাত্রী রচনা মন্ডল ও দশম শ্রেণির ছাত্রী সুস্মিতা জানাকে পাঠ্যপুস্তক বিতরন করা হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় পুকুরবেরিয়া অ প্রা বিদ্যালয়ে। সকালবেলা প্রায় দেড়শ জন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগঠনের মেম্বাররা শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করেন। এরপর পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দ শংকর পানিগ্রাহী এবং নেতাজি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ডঃ শান্তনু বেরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিত্রশিল্পী দেবরাজ বেরা, ফাউন্ডেশন এর পক্ষে শিক্ষক বিদ্যুৎ তিয়ারি, পার্থসারথি মন্ডল, অমিত মান্না, সমীর সাহা, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ও মহুয়া মন্ডল।

এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সেই সাথে নেতাজী বিষয়ক স্পট কুইজ ও ড্রয়িং কম্পিটিশন হয়। ফাউন্ডেশন এর পক্ষে ড. শান্তনু বেরা বলেন ২৩ শে জানুয়ারি যদি না আসতো তাহলে ১৫ ই আগস্ট আসত না। নেতাজি এবং স্বামীজি এই দুজন বীর মানুষ ছাত্র-ছাত্রী যুবসমাজ এবং সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। ভারত সরকার এই দিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসাবে পালন করছে এবং তার আদর্শ আগামী দিনের সমাজকে আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুন্দর করে তুলবে।

ডোপামিন ডেকোর মানেই উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রঙের ব্যবহার

মজার ব্যাপার হলো, ডোপামিন ডেকোরকে আপনি কোনো নির্দিষ্ট সূত্রে ফেলতে পারবেন না। কারণ, কোনো ব্যক্তি ঠিক কিসে আনন্দ বোধ করবেন, তা তো আর নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। একই পরিবারের একাধিক সদস্যের পছন্দেও তো ভিন্নতা থাকে। তাই ঘরের কোনো একটা অংশে কোনো একজন সদস্যের জন্য ডোপামিন ডেকোর করতে হলে তাঁর নিজস্ব পছন্দের কথাই ভাবতে হবে। পছন্দের সেই জায়গায় তিনি ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা হাতে অবসর কাটাতে পারেন, বই পড়তে পারেন, টেলিভিশন দেখতে পারেন, এমনকি উদ্দীপনার সঙ্গে আগামী দিনের প্রস্তুতিও নিতে পারেন। প্রচলিত অর্থে ডোপামিন ডেকোর মানেই উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রঙের ব্যবহার। হলুদ, কমলা, ম্যান্ডারিন, লাল, সবুজ, টিয়া, গাঢ় নীলের মতো রঙের প্রকট শেডগুলো থেকে বেছে নেওয়া হয় ডোপামিন ডেকোরের রং। এ রকম একটা রং ঘরের একটা দেয়ালে করে নেওয়া যায় কিংবা একাধিক হালকা, উজ্জ্বল রঙের সমন্বয়ও কাজে লাগানো যায়। এই যেমন গোলাপি, হলুদ আর নীলের হালকা শেড যদি একটা দেয়ালে শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করা হয়, দারুণ দেখায়। নীল আর কমলা কিংবা ধূসর আর হলুদের সমন্বয়েও ধরা দিতে পারে আনন্দের অনুভব। অন্দরে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি, গড়ন বা প্যাটার্নও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রিয় কোনো একটা আসবাবও হতে পারে আনন্দের উৎস। এই যেমন একখানা আরামকেদারা কিংবা দোলনা। পছন্দের একটা আসবাব হতে পারে উজ্জ্বল কোনো রঙের কিংবা সাদামাটা রঙের আসবাবে থাকতে পারে রঙিন একখানা অনুষঙ্গ। কুশনের কভার, কাঁথা, কমফোর্টার কিংবা থ্রোসযেকোনো কিছুই হতে পারে উজ্জ্বল রঙের। হালকা রঙের পর্দার সারিতে একটি বা দুটি পর্দা হতে পারে গাঢ় রঙের। ভিন্টেজ, অর্থাৎ পুরোনো দিনের কিংবা ক্ল্যাসিক্যাল, অর্থাৎ ধ্রুপদি ঘরানার অনুষঙ্গ পছন্দ হলে সেটিও রাখতে পারেন ঘরে। এই যেমন গ্রামোফোন কিংবা পুরোনো দিনের ফোন। দেয়ালে উজ্জ্বল ফ্রেম, টেবিলে উজ্জ্বল রঙের মোমএমন নানা অনুষঙ্গই আপনার মন ভালো রাখার সহায়ক হতে পারে। সবুজের সজীবতায় মন হয় প্রফুল্ল। ঘরের একটা অংশে অন্দরের উপযোগী গাছ রাখতে পারেন কাঠের বা কংক্রিটের টবে। এই যেমন মনস্টেরা, মানিপ্ল্যান্ট, স্নেকপ্ল্যান্ট, ড্রাসিনা, ক্যাকটাস অন্দরে ভালো থাকে। অন্দরে উজ্জ্বল আভার উষ্ণ আলো ব্যবহারেও আসতে পারে সতেজ, আনন্দময় অনুভব।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সফলভাবে চালু হলো জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ

ডিজিটাল শিক্ষা ও পরিচালনমূলক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

মালিগাঁও, ২৩ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ নামে একটি শিক্ষামূলক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে ডিজিটাল শিক্ষা ও পরিচালনমূলক উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সম্প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনগুলির বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই অ্যাপটি চালু করা হয়েছে। জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ হলো রেলওয়ে কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা অল-ইন-ওয়ান শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম। এটি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সবলীকরণ করতে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে, তাঁদের পেশাগত বিকাশকে বৃদ্ধি করে এবং পরিচালনামূলক নির্দেশিকা ও উন্নয়নের সাথে তাঁরা যেন তাল মিলিয়ে চলতে পারে তা নিশ্চিত করে। অ্যাপটি লঞ্চ করার সময় জেনারেল ম্যানেজার ভাষণ প্রসঙ্গে যে প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের ফলে এই অ্যাপটি তৈরি হয়েছে তার প্রশংসা করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে পরিচালনমূলক জ্ঞান রূপান্তরের ক্ষেত্রে তথা পেশাগত ক্ষমতার বিনিময় ও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে অ্যাপটির সম্ভাবনার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি জেনারেল ম্যানেজার সমস্ত ডিভিশনে এই অ্যাপটির ব্যাপক রূপায়ণ নিশ্চিত করারও নির্দেশ প্রদান করেন। এই অগ্রণী পদক্ষেপ নেতৃত্বের সমর্থন ও বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। উল্লেখযোগ্য যে শ্রী সুনীল কুমার, ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারপাওয়ারতিনসুকিয়ার সহযোগিতায় সিনি. অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট শ্রী নীতিশ শর্মা জ্ঞানব্যাপী অ্যাপটি তৈরি করেন। রেলওয়ে কর্মীদের জন্য শিক্ষামূলক সম্পদ ও পরিচালনমূলক নির্দেশিকার ডিজিটাইজিং এবং স্ট্রিমলাইনিং অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে জ্ঞানব্যাপী অ্যাপটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং টেইলর্ড কনটেন্টের সাথে অ্যাপটি সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কর্মচারীদের জন্য একটি অপরিহার্য উপকরণ হয়ে উঠবে। মাননীয় রেল মন্ত্রী রেলওয়ের উচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্মীদের জন্য ক্রমাগত শিক্ষার গুরুত্ব এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার সময় এই জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ চালু হওয়াটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় রেলওয়ের পেশাগত শিক্ষার জন্য একটি নতুন মান স্থাপন করবে।

শীত নিবারণের পাশাপাশি ঘর সাজাতেও কমফোর্টারে জনপ্রিয়তা বাড়ছে

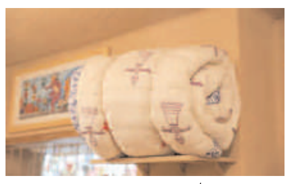

শোবার ঘর যত সুন্দরই হোক না কেন, বিছানা যদি পরিপাটি না হয়, তাহলে পুরো সৌন্দর্যটাই মাটি। এই যেমন লেপ বা কম্বল ব্যবহারের পর বিছানায় সাজিয়ে রাখলে ভালো দেখায় না। অনেকেই তাই এগুলো রাখতে আলাদা আসবাব ব্যবহার করেন। আবার যদি কেউ লেপ বা কম্বল বিছানায় রাখেনও, তবে বাড়তি চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। কমফোর্টার কিন্তু সুন্দরভাবে ভাঁজ করে বিছানার মাঝবরাবর বা একদিকে রেখে দেওয়া যায়। এই শীতে তাই লেপ-কম্বলের পাশাপাশি কমফোর্টারও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নরম, তুলতুলে এই অনুষঙ্গ শুধু যে শীতনিবারক, তাই নয়, ঘর সাজানোর জন্যও দারুণ। শুধু শীতের দিনেই নয়, গরম আবহাওয়ায় ঘর সাজাতে কুইল্ট হিসেবেও এখন অনেকে কমফোর্টারের ব্যবহার করছেন। অন্দরসজ্জাবিদ হিসেবেও যিনি নিয়মিত কাজ করছেন তিনি বলছিলেন, তা ছাড়া অনেকেই এখন পর্দা, বিছানার কুশনের সঙ্গে মিলিয়ে কমফোর্টার কিনে থাকেন। যেমন পর্দার কাপড়, কুশনের কাভার ও কমফোর্টারের জন্য একই রকম কাপড় নির্বাচন করে রাখেন।

ফেসবুকে কনটেন্ট বা রিলে ঘর সাজানোর অনেক ভিডিওতে এখন কমফোর্টার ব্যবহারের সুন্দর সুন্দর টিপস পাওয়া যায়। যেখান থেকেও আপনি কমফোর্টার দিয়ে ঘর সাজানোর ধারণা পেতে পারেন।

মানুষ এখন বেশ শৌখিন। ঘর সাজাতে বা নিত্যব্যবহারের জন্যও তাঁরা আন্তর্জাতিক মানের পণ্য চান। এসব কারণেই দিন দিন কমফোর্টারের ব্যবহার বাড়ছে। এ বছর তাঁদের কমফোর্টারের বিক্রি বেড়েছে। সাধারণত কোনো পণ্য তৈরির আগে তাঁরা ক্রেতাদের ওপর একটা গবেষণা চালান। সেই গবেষণায় তাঁরা দেখতে পান, নারীরা সাধারণত কমফোর্টার কেনায় বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। ঘর সাজানোর প্রতি তাঁদের ঝোঁকটাই সাধারণত বেশি। এ জন্য ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে হালকা নীল, গোলাপি ও হালকা সাদার মতো রংগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তাঁরা। দেশে উৎপাদিত সুতি কাপড়ে তৈরি হচ্ছে তাঁদের কমফোর্টার। দামটাও তাই হাতের নাগালের মধ্যেই থাকছে। সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে কমফি থেকে আপনার পছন্দের কমফোর্টারটি কিনতে পারবেন। বাজার ঘুরে দেখা গেল, সিনথেটিক ও সুতি দুই ধরনের কাপড় দিয়েই তৈরি হচ্ছে কমফোর্টার। ভেতরে ব্যবহার করা হচ্ছে ফাইবার। হালকা বা গাঢ়, কাপড়ে দুই ধরনের রংই থাকছে। দেশি ফ্যাশন হাউসগুলোয় এবার কমফোর্টারের আলাদা আয়োজন দেখা গেল। আড়ং এনেছে যশোর স্টিচের নকশিকাঁথার কমফোর্টার। সিল্ক-সুতির সংমিশ্রণের কমফোর্টারও এখানে মিলবে। দামটা অবশ্য কিছুটা বেশি। বিক্রেতারা অবশ্য জানালেন, সাধারণত দেশের বাইরে উপহার দেওয়ার জন্য ক্রেতারা এ ধরনের কমফোর্টার কিনে থাকেন। ফ্যাশন হাউস যাত্রা এবারই প্রথমবারের মতো কমফোর্টারের সংগ্রহ এনেছে। তাঁরা জানাল, তাদের প্রতিটি কমফোর্টারের নকশা একটি করে তৈরি হয়েছে। খাদি, মার্কিন থান, সুতি, সিল্কে তৈরি হয়েছে তাদের কমফোর্টার। আছে ব্লক, নকশিকাঁথা আর প্যাচওয়ার্কের নকশা। প্রতিটি কাজ হাতে করা হয় বলে দামটা একটু বেশিই পড়ে। কমফোর্টার নিয়মিত পরিষ্কারের প্রয়োজন নেই। ব্যবহারের সময় মাঝেমধ্যে রোদে দিতে পারেন। ব্যবহারের শেষে ড্রাই ওয়াশ করে রাখতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ফ্রামিংহামে একটি বয়স্ক সেবাদানকেন্দ্র পরিচালনা করেন টেরি হগ, নাম 'বেথানি হেলথ কেয়ার সেন্টার'। সেখানে দেড় শতাধিক বয়স্ক নারী বসবাস করেন। অভিবাসী কর্মীদের ছাড়া ওই সব বয়স্ক মানুষের দেখভাল ও যত্ন নেওয়া, বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা, রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা টেরি হগের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়বে। টেরি হগের বেথানি হেলথ কেয়ার সেন্টারের মোট কর্মীদের ৪০ শতাংশের বেশির জন্ম বিদেশে। তাঁরা হাইতি, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, ঘানাসহ বিশ্বের ২৬টি দেশ থেকে এসেছেন। হগ বলেন, তাঁদের সনদপ্রাপ্ত নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের ৮৪ শতাংশ বিদেশ থেকে এসেছেন। এবং এসব অভিবাসী কর্মী না থাকলে তাঁদের পক্ষে কেয়ার সেন্টারটি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।এই নারী বলেন, 'আমাদের এখানকার বাসিন্দারা নার্সিং স্টাফ এবং হাউসকিপিং স্টাফদের সেবা ও সাহচর্যের ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল। অভিবাসী কর্মীদের ছাড়া এই বয়স্ক সেবাকেন্দ্রটি পরিচালনা করা খুবই কঠিন। তাদের সেবা ছাড়া বাসিন্দাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাও কঠিন হবে।' এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন পরিকল্পনা নিয়ে হগ এবং তাঁর কর্মীরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র থেকে লাখ লাখ অভিবাসীকে বিতাড়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

Name Change

I PARITOSH CHOWDURY,S/O ADHIR CHOWDURY,R/O VILL KOUTUKNAGAR,PO GARAPOTA, PS HANSKHALI,NADIA-741502,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARITOSH CHOWDHURY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2025, THAT PARITOSH CHOWDURY AND PARITOSH CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MONA CHOWDURY,S/O KALIPADA BAIRAGI,R/O VILL KOUTUKNAGAR,PO GARAPOTA, PS HANSKHALI,NADIA-741502,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONA CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2025,THAT MONA CHOWDURY AND MONA CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, AMAL KANTI MAJUMDAR, SON OF MANMATHA LAL MAZUMDAR, RESIDING AT 15/9/3 A.B. LANE, SHIBPUR, HOWRAH - 711102, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAL KANTI MAZUMDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 17/01/2025. THAT AMAL KANTI MAJUMDAR AND AMAL KANTI MAZUMDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ADHIR CHOWDURY, S/O NAKUL CHOWDHURY, R/O VILL KOUTUKNAGAR, PO GARAPOTA, PS HANSKHALI, NADIA-741502,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADHIR CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2025, THAT ADHIR CHOWDURY AND ADHIR CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SUJATHA PATRA,WIFE OF SANDEEP PATRA, RESIDING AT MAGURKHALI, PO-NEPALGUNJ, PS- BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700103,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJATA PATRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 22/01/2025.THAT SUJATHA PATRA AND SUJATA PATRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change

I HARITAKI CHOWDURY, S/O SUBOL BISWAS,R/O VILL KOUTUKNAGAR,PO GARAPOTA, PS HANSKHALI, NADIA-741502,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARITOSH CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2025, THAT HARITAKI CHOWDURY AND HARITAKI CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,REKHA JABAHARLAL PATRA,WIFE OF JAHAR LAL PATRA, RESIDING AT MAGURKHALI, PO-NEPALGUNJ, PS-BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700103, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REKHA PATRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 22/01/2025.THAT REKHA JABAHARLAL PATRA AND REKHA PATRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SONTOSH BERA (Old Name) S/O LATE-SHIBAPRASAD BERA, Residing at VILL- DENDARI, P.O.- ASWATHAPUR, P.S.- RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, Pin- 721446,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTOSH KUMAR BERA (New Name) vide an affidavit sworn before the Ld 1st class Judicial Magistrate at Contai on 21/01/2025. SANTOSH KUMAR BERA (New Name) and SONTOSH BERA (Old Name) both are same identical person.

Name Change

I, JABAHARLAL ROOPCHAND PATRA, SON OF LATE RUPCHAND PATRA, RESIDING AT MAGURKHALI, PO-NEPALGUNJ, PS- BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700103,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHAR LAL PATRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 22/01/2025.THAT JABAHARLAL ROOPCHAND PATRA AND JAHAR LAL PATRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AFROZA JASMIN (Old Name) W/O SYED SHAH HAMIDUL ISLAM Residing at Vill & P.O.-Basubati, P.S.-Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AFROJA JESMIN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 23-01-2025. AFROZA JASMIN (Old Name) and AFROJA JESMIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,SANDEEP JABAHARLAL PATRA, SON OF JAHAR LAL PATRA, RESIDING AT MAGURKHALI, PO-NEPALGUNJ, PS- BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700103,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDEEP PATRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 22/01/2025.THAT SANDEEP JABAHARLAL PATRA AND SANDEEP PATRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUCHISMITA PAL (Old Name) W/O AVIJIT GHOSH Residing at Westwind, Flat-4C, Block-4, 78 Raja S.C. Mullick Road, P.S.-Patuli, District - Kolkata, Pin - 700084, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUCHISMITA PAUL (New Name) as declared before the Notary Public govt of West Bengal at Alipore vide affidavit no SA11 Dated 08-08-2014. SUCHISMITA PAL (Old Name) and SUCHISMITA PAUL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ADIBA ALI ANSARI, D/o Md Haider Ali residing at 118 Elliot Road, 6 F, 6TH Floor, Park Street, kolKata-700016 do hereby solemnly affirm and declare that my father's actual name is Md Haider Ali which has been recorded in his Aadhaar Card vide No. 959083782712. Inadvertently my father's name has been wrongly recorded in his Passport vide No. U7299689 as Mohammad Haider Ali Ansari instead of Md Haider Ali & my mother's name has been wrongly recorded as ROSHAN ALI ANSARI instead of Roshan Ali. By an affidavit (No 792) of Ld Judicial Magistrate at Sealdah Court on 21.01.2025 that Md Haider Ali and Mohammad Haider Ali Ansari & Roshan Ali and ROSHAN ALI ANSARI is the same and one identical person.

Name Change

I, Sowkat Laskar S/o Late Aowlad Laskar Residing at Vill - Kharibari, P.o - Madhya Monirtat, P.S. - Bakultala, District - 24 Pgs(S), Pin- 743349, West Bengal India that my deceased father who previously known as Aowlad Ali Laskar shall henceforth be known as Aowlad Laskar by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-01-2025. I Declare that My deceased Father Aowlad Laskar and Aowlad Ali Laskar both are same and one identical person.

Name Change

I, Arushi D/o Tuhin Kumar Ghosh Residing at 5, 6th Street, Modern Park, P.o - Santoshpur, P.s - Survey Park, District- Kolkata, Pin - 700075 West Bengal India shall henceforth be known as Arushi Ghosh as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore vide affidavit Date 16-01-2025. Arushi and Arushi Ghosh both as same and one identical person.

Name Change

I, Zeenat@Baby Kausar (old name) wife of Akhtar Hussain, residing at 2/H/2, Bhukailash Road, P.O- Khiddirpore, P.S- Ekbalpur, Kolkata-700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Zeenat Kausar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/01/2025. Zeenat @ Baby Kausar (old name) and Zeenat Kausar (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Kaifuddin Sapui (পুরাতন নাম) পিতা Kaium Sanpui ঠিকানা -Vill - Dakshin Khayerpur, P.o - Pakapole, District - Kolkata, Pin - 700135 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2025 এর Affidavit no 009/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kaifuddin Sanpui (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kaifuddin Sanpui (নতুন নাম) ও Kaifuddin Sapui (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Kanika Das (Old Name) wife of Santu Majumder, residing at Vill.- Anandapur, Uttarpara, P.O.-Barajaguli, P.S.-Haringhata, Dist.- Nadia, Pin- 741221, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kanika Majumder Das (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M-II (1st Class) at Kalyani, Nadia, dated 14/01/2025. Kanika Majumder Das (New Name) and Kanika Das (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Alibardin Shaikh (Old name)S/o-Kitab Sekh, resident at, Vill-Jyotinagar, Po-Nowpara, Ps-Dhubulia, Nadia, 741140 do hereby declare that I have changed my name from Alibardin Shaikh to Alibaddi Sekh (New name) and henceforth I shall be known as Alibaddi Sekh in all purpose, vide affidavit sworn before the Notery at Berhampore on 21/01/2025 Alibaddi Sekh and Alibardin Shaikh both are same and one identical person.

ঘন কুয়াশার জেরে বন্ধ কালনা শান্তিপুর ফেরি সার্ভিস

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশার জেরে বন্ধ কালনা শান্তিপুর ফেরি সার্ভিস। গতকাল রাত থেকে কুয়াশার দাপটে বন্ধ ভাগীরথী নদীর বুকে কালনার নৃসিংহপুর ঘাট ফেরি সার্ভিস। বেলা যত বাড়ছে যাত্রী সংখ্যাও তত বাড়ছে। এক যাত্রী বলেছেন আজ শান্তিপুরের শাড়ির হাট, তাই ভোরবেলা থেকে হাটে কাপড় নিয়ে পারাপারের অপেক্ষায় বসে তাঁতিরাও, কিন্তু বন্ধ ফেরি সার্ভিস। আর এক যাত্রী বলছেন, যাত্রী পরিবহন এবং পণ্য পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। কুয়াশা না কাটলে প্রশাসনের তরফ থেকে ফেরি সার্ভিস বন্ধ থাকবে ঘাটে। অপরদিকে সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে নদীয়ার কৃষ্ণনগর সহ পার্শবর্তী সব এলাকা, মাজদিয়াতে স্টেশন এলাকার রাস্তাঘাট, কিংবা কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়কের সব জায়গায় কুয়াশার ফলে সাধারণ মানুষেদের চলাচলের একটু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ফলে গাড়ি চলছে ধীর গতিতে আলো জ্বেলে, সকাল ১০ টা বাজলেও কুয়াশার দাপট এখনো কমেনি।

পূর্বস্থলী যুব সংঘ মাঠে আয়োজিত লোকসংস্কৃতি উৎসব

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৩ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর শ্রীরামপুর যুব সংঘ মাঠে আয়োজিত লোকসংস্কৃতি উৎসব কৃষি, হস্তশিল্প ও প্রাণিসম্পদ ও আদিবাসী মেলার চতুর্থ দিনে এ

দিন শ্রমদিবস হিসাবে পালিত হলো। শ্রমজীবী সমস্ত মানুষকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলো আজকে এই মঞ্চ থেকে, ডেথ বেনিফিট প্রদান করা হলো ১০ জনকে, যারা ৫৫ টাকা করে মাসিক জমা করেন সেই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে ১০ জনকে ফাইনাল পেমেন্ট আজ দেওয়া হল, একই সাথে পেনশন চালু হলো দশজনের। প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক তিনি জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলায় দুঃস্থ তাঁত শ্রমিকদের তাঁত কেনার জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং সুতো কেনার জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন তাঁতের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এমনও ১০ জনকে এদিন শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এদিনের এই আলোচনায় ভার্চুয়ালি যোগদান রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সম্পাদক দিলীপ মল্লিক, বিডিও সঞ্চয় সেনাপতি, হ্যান্ডলুম আধিকারিক রঞ্জিত মাইতি রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ বিশিষ্ট জনেরা।

গরুমারা জঙ্গল বেড়ানো আরও সহজ! কিউআর কোডেই মুশকিল আসান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ কিউআর-এই কামাল! ডুয়ার্সের গরুমারা জঙ্গল ঘুরতে এসে সমস্যা? কোথায় কি রয়েছে, কোথায় গেলে কি কি দেখা যাবে এসব প্রশ্ন খুঁজে আর হাতড়াতে হবে না এদিক ওদিক।

এই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই মিলবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে কোথায় কোথায় ওয়াচটাওয়ার রয়েছে, কোথায় কোন সেলফি পয়েন্ট, কিংবা হাতির স্নান দেখতে কোথায় যেতে হবে... যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জানার পাশাপাশি যে কেউ কোনও সমস্যার কথা বা অভিযোগ জানাতে পারবেন। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা সংরক্ষিত জঙ্গলগুলোর তথ্য এখন পর্যটকদের হাতের মুঠোয় আনতে এমনই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বন দফতরের তরফে। হাতে থাকা একটি স্মার্টফোন থাকলেই জঙ্গল ভ্রমণ হবে একেবারে সোজা। গরুমারা জাতীয় উদ্যান বা চাপড়ামারি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের দিকে গেলে কিছু বুঝে উঠতে না পারলে সোজা চলে যান ফেসবুক পেজে ঢুকলেই বন দফতরের ওয়েবসাইটে। সেখানেই লিংক পেয়ে যাবেন। প্রাথমিকভাবে এই কিউআর কোড চালু করা হলেও তার আপগ্রেডেশনের অনেক কাজ বাকি আছে।

নোয়াপাড়ায় একটি নির্গমন শোধনাগার প্ল্যান্ট উদ্বোধন

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ আজ অর্থাৎ ২৩.০১.২০২৫ তারিখে নোয়াপাড়া কারশেডে একটি নির্গমন শোধনাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতি ঘন্টায় ৫ ঘনমিটার শিল্প দূষিত জল পরিশোধন এবং পরিষ্কার করার ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন শ্রী কুন্তল মিত্র, সিনিয়র টেক, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। এছাড়াও, শ্রী রেড্ডির উপস্থিতিতে শ্রী গোপাল মজুমদার, সিনিয়র টেক, ১৫ মেগাওয়াট ডিসি ট্র্যাকশন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ৩৩ কেভি ডিসি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনও উদ্বোধন করেন।

এই ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনের ক্ষমতা ভারতে সর্বোচ্চ যা ট্রেন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি নোয়াপাড়া কারশেডে ৭.৫ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শ্রীমতি পি শ্রীলতা, সভাপতি এবং MRWWO- এর অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৩৭৫০ মেট্রিক টন কার্বন পদচিহ্ন কমাতে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, ভারতীয় রেলওয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নেট জিরো কার্বন নির্গমনকারী হওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। নোয়াপাড়ায় অবস্থিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হলে এই লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। জেনারেল ম্যানেজার মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং MRWWO-এর সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই বৃক্ষরোপণে নারকেল, শিম, সুপারি, তেঁতুল এবং অন্যান্য গাছের চারারোপণ করা হয়।

বাইসনের তান্ডব, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার এক ব্লকে সকাল থেকে শুরু হয়েছে বাইসনের তান্ডব। ব্লকের পশ্চিম কাঠালবাড়ি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইসনটি। এই বাইসনটি জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে এলাকার এক বাসিন্দাকে আহত করেছে বাইসনটি। কুয়াশার দাপটে জেলাজুড়ে, সকাল থেকে বেলা বাড়তে থাকলেও সূর্যের দেখা মেলেনি এদিন। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় আরও কুয়াশা দেখা গেছে। এর মধ্যে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে এই বাইসনটি। পশ্চিম কাঠালবাড়িতে সকাল থেকে ঘুরছে বাইসনটি। লোকালয়ে প্রবেশ করে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। ফলে আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। এরমাঝেই এক ব্যক্তি কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হলে তাকেও গুঁতো দেয় বাইসনটি। আহত অবস্থায় তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি।

গোয়ালপোখরে পুলিশকে গুলি কাণ্ডে গ্রেপ্তার সাজ্জাকের আরও ১ সঙ্গী

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ গোয়ালপোখর কাণ্ডে পুলিশের হাতে বিহার থেকে ধরা পড়ল সাজ্জাকের আরও এক সঙ্গী। ধৃতের নাম হাবিবুর রহমান। পুলিশের এনকাউন্টারে খতম সাজ্জাক আলমের সঙ্গে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে পরিচয় হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত বছর পঁচিশের যুবক পুলিশের উপর গুলি চালিয়ে বন্দি সাজ্জাককে পালাতে সাহায্য করেছিল। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থানার পাতনুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। বছর পঁচিশের ধৃত যুবকের বাড়ি বিহারের বলরামপুর থানার দক্ষিণ পারনুর এলাকায়। এদিন ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আদালতের আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, বন্দি সাজ্জাক আলমকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ ও বাইক কেনার টাকা দিয়েছিল হবিবুর। গত ১৫ জানুয়ারি ইসলামপুর আদালত থেকে ফেরার পথে পুলিশকে গুলি করে প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়েছিল কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলম। দুই পুলিশকর্মী এখনও চিকিৎসাধীন। শনিবার সকালে এনকাউন্টারের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান সাজ্জাক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘটনার দিন ইসলামপুর আদালতে মামলার শুনানির জন্য তোলা হয়েছিল সাজ্জাককে। আদালত চত্বরেই কোনওভাবে আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল। আর সেই আগ্নেয়াস্ত্র কেনার টাকা জোগান দিয়েছিলেন এই হবিবুর। সাজ্জাক ও আবালের সঙ্গে সংশোধনাগারে প্রথম দেখা হয় তিন দুষ্কৃতীর। পুলিশ অনুমান করছে, বাংলাদেশি আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল ইতিমধ্যে পুলিশের জালে। সঙ্গী গোয়ালপোখরের শেখ হজরতও বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে। তদন্তকারীরা জানান, পুলিশের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় ধৃত তিন দুষ্কৃতীকে মুখোমুখি জেরা করে গুলিকাণ্ডের মূল পাণ্ডার হদিশ মিলবে।

কৌশল বদল! লালের হাল ফেরাতে দেবলীনার কাঁধেই গুরু দায়িত্ব দিল সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলা সিপিএমের সম্পাদক হলেন দেবলীনা হেমব্রম। সাম্প্রতিককালে কোনও দলিত মহিলা সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক হয়েছেন, এমন নজির নেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, চেনা রাজনীতির ছক ভাঙতে চাইছে সিপিআইএম। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন দেবলীনা হেমব্রম। বসলেন একেবারে জেলা সিপিআইএমের সম্পাদকের পদে। বাঁকুড়া জেলা সিপিআইএমের সম্মেলন

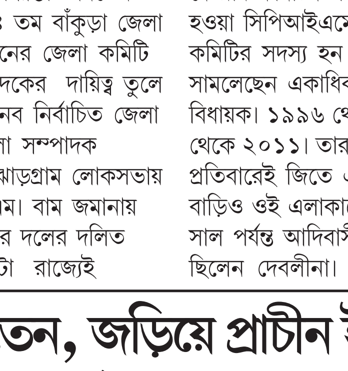

থেকে নেওয়া হয়েছে এই নতুন সিদ্ধান্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ২৪ তম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ৬০ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। সেখানেই সম্পাদকের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে দেবলীনার কাঁধে। নব নির্বাচিত জেলা কমিটিই দেবলীনা হেমব্রমকে জেলা সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ২০১৯ সালে ঝাড়গ্রাম লোকসভায় তাঁকে প্রার্থী করেছিল সিপিআইএম। বাম জমানায় ইতি পড়লেও বিগত কয়েক বছরে দলের দলিত আদিবাসী মহিলা মুখ হিসাবে গোটা রাজ্যেই পরিচিতি বেড়েছে তাঁর। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িয়েছে জনপ্রিয়তা। ঝড় তুলেছেন ব্রিগেডেও। ২০১২ সালে ডিসেম্বর মাসে বিধানসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্তও হন। চিটফান্ড দুর্নীতির সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক তুলে ধরার সময় তৎকালীন কিছু তৃণমূল বিধায়ক তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। হেনস্থা করা হয়। যার জেরে অসুস্থও হয়ে পড়েন। হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল। বর্তমানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ২০২২ সালের এপ্রিলে হওয়া সিপিআইএমের পার্টি কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। বাম জমানাতেও সামলেছেন একাধিক গুরু দায়িত্ব। ছিলেন তিনবারের বিধায়ক। ১৯৯৬ থেকে ২০০১, পরবর্তীতে ২০০৬ থেকে ২০১১। তারপর ২০১১ থেকে ২০১৬। প্রতিবারেই জিতে এসেছিলেন রানিবাঁধ থেকে। তাঁর বাড়িও ওই এলাকাতেই। ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আদিবাসী কল্যাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন দেবলীনা।

রাখালেরা আসতেন, জড়িয়ে প্রাচীন ইতিহাস, শীতের দুপুরে দুর্গাপুরের সেই জায়গায় বসছে মুড়ি মেলা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ শীতে কত জায়গায় কত রকমের মেলা হয়। কত কী পাওয়া যায়। খাদ্যমেলাও হয়। কিন্তু মুড়ির মেলার নাম শুনেছেন? বর্ধমানে হয়। অনেকেই বলে থাকেন, বর্ধমান-বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে মুড়ির প্রচলন বাকি জেলার থেকে অধিক। প্রামাণ্য কোনও তথ্য না থাকলেও অনেকে বলেন, এখানকার মানুষজন সকালে উঠে মুড়ি, আড্ডায় মুড়ি, কেউ বাড়িতে এলে আপ্যায়নেও মুড়ি খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসেন। মুড়ি যাদের এত প্রিয়, তাদের জন্যই মুড়ির আস্ত এটা মেলা হয় দুর্গাপুরের কাঁকসায়। শীতের দুপুর। পিকনিক মুডে থাকলে ফাঁকা মাঠে মিষ্টি রোদ মেখে সতোরঞ্চি পেতে আড্ডায় বসুন। না বাড়িতে নয়। মুড়ির মেলায়। আড্ডার সঙ্গত মুড়ির জোগান দেবেন দোকানদাররা। মুড়ি-চানাচুড় নারকেল, পিঁয়াজ, লঙ্কা, চপ মেখে জমিয়ে হবে পেট পুজো। কাঁকসা, পানাপড়, আউশগ্রাম, গলসি থেকে মানুষ আসেন এই মেলায়। বহুবছর ধরে কাঁকসার মাধবমাঠে পুকুর পাড়ে বসে এই মেলা। এই বিষয়ে প্রচলিত গল্প রয়েছে। একসময়ে রাখালেরা গরু চরাতে এই মাঠেই নাকি আসত। মকর সংক্রান্তির দিনে গামছায় মুড়ি আর তেলে ভাজা নিয়ে আসত তারা। মকর স্নান সেরে পুকুরপাড়ে মা মনসার পুজো দিত। তারপর মাঠে বসে চাদর পেতে মুড়ি তেলে ভাজা নিয়ে খেতে বসত। বিকেল হলে খাওয়া-দাওয়া সেরে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরত। পরে স্বপ্নদেশ পেয়ে একটি দেবী থান তৈরি করেছিল তারা। সেই থেকে এই মন্দির ও দেবী থানকে জাগ্রত বলে মনে করতে থাকেন এলাকার মানুষজন। শোনা যায়, মকর সংক্রান্তির দিনে পুকুরে ডুব দিয়ে হাতে কিছু পাওয়া গেলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তাই প্রতিবছর এই মনসা থানে পুজো দিতে আসেন বহু ভক্ত। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এভাবেই রাখালদের সেই রীতি মেনে চলেছেন এলাকাবাসী। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মাঠে বসে মুড়ি খেতে খেতে মেলা উপভোগ করেন সকলে।

জলপাইগুড়িতে সংরক্ষিত হচ্ছে দেশের প্রথম নেতাজি মূর্তি, দেখতে পাবেন আমজনতাও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ আগলে রাখা হয়েছে সাত দশকেরও বেশি সময়। বর্তমানে জলপাইগুড়ির নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের হেফাজতে থাকা ভারতের প্রথম নেতাজির মর্মর মূর্তি এবার সংরক্ষণের উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। ফাউন্ডেশনের ঘরবন্দি এই মর্মর মূর্তিটি যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকমের পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। নেতাজি জন্মজয়ন্তীর মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ দপ্তরের নেওয়া এই পদক্ষেপে খুশি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। তথ্য বলছে, দুবার জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। প্রথম বার ১৯২৮ সালে। নেমেছিলেন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৩৯ সালে। সেবার জলপাইগুড়ি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার ডাক দিয়ে ছিলেন নেতাজি। তাঁর একাধিক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ির আনাচে-কানাচে। দেশ নায়কের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তীর আগে নিজেদের সংগ্রহে রাখা প্রথম নেতাজির মূর্তি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক গোবিন্দ রায়। গোবিন্দবাবুর কথায়, ভারতবর্ষে নেতাজির প্রথম মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর পাড়ে ১৯৫১ সালে নেতাজির ৫৪ তম জন্মদিনে স্থাপিত হয়েছিল তাঁর প্রথম মর্মর মূর্তি। মূর্তির পাশে রাখা রয়েছে ইম্ফলে নিহত আজাদ হিন্দ সৈনিকদের অস্থি, চিতাভস্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামী কবিরাজ সতীশচন্দ্র লাহিড়ির উদ্যোগেই তৈরি হয় সামরিক পোশাকে সজ্জিত নেতাজির এই মূর্তি। মূর্তির উদ্বোধন করেন তকালীন বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল। বর্তমানে নেতাজি মূর্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নেতাজি সুভাষ সংগ্রহশালা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, এর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। দেশ নায়ককে যাতে আরও বেশি করে মানুষ জানতে পারেন। তাঁর প্রথম মূর্তিটিকে সংরক্ষণ করে আরও বেশি মানুষকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া যায় জন্যই এই উদ্যোগ। এবার তাই নেতাজি জয়ন্তীতে বাড়তি উৎসাহ স্থানীয়দের।

কালিয়াচকে চলল গুলি, উত্তেজনা ছড়াল এলাকাজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জানুয়ারি ঃ গোয়ালপোখরের পর এবার কালিয়াচক। ফের পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা। চলল গুলি। উত্তেজনা ছড়াল এলাকাজুড়ে। এদিন কালিয়াচকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা সাইলাপুরে গিয়ে বিপদে পড়ে পুলিশ। কিছু দুষ্কৃতীকে ধরতেই সেই সীমানা এলাকায় গিয়েছিল কালিয়াচক থানার এক দল পুলিশ। কিন্তু কে জানত, দুষ্কৃতী ধরতে গিয়ে এমন বিপদে পড়বে তারা। চলছিল তল্লাশি অভিযান। আর তার মাঝেই বাধা হয়ে দাঁড়াল স্থানীয় বাসিন্দারা। দুষ্কৃতী ধরতে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গেই বাঁধল বচসা। আর সেই বচসা যে কখন হাতাহাতিতে পরিণত হয়ে গেল তা ধরতেই পারল না তারা। অভিযোগ, এরপরই পুলিশকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলিও চালায় গোলমালকারীরা। উল্লেখ্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেই এলাকায় তক্ষণাই ছুটে যায় পুলিশের আরও একটি দল। ইতিমধ্যে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেই খবর পুলিশ সূত্রে। আটক হয়েছে আরও দু'জন। তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগে গোয়ালপোখর থানা এলাকার পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করে পালায় সাজ্জাক আলম নামে এক দুষ্কৃতী। আদালত থেকে রায়গঞ্জ জেলের দিকে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার ছুতোয় প্রিজন ভ্যান থেকে নেমেছিল সে। আর সেই ভ্যানের বাইরে আসতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পলাতক হয় সেই দুষ্কৃতী।

ডুয়ার্সে কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৩ জানুয়ারি ঃ গতকালের থেকে আজ আরো কুয়াশায় ঢেকেছে সর্বত্র। কুয়াশার পাশাপাশি জাঁকিয়ে পরলো ঠান্ডাও। যত বেলা বাড়ছে তত কুয়াশায় ঢাকছে ডুয়ার্সের সব জায়গায়। রাস্তাঘাট ফাঁকা। আকাশে যা অবস্থা তাতে আজ সূর্যের দেখা মিলবে কিনা তা সন্দেহ। এত সুন্দর আবহাওয়ায় খুশি সবাই। কুয়াশার মাত্রা এতটাই বেশি যে রাস্তাঘাট ভিজে গেছে। অন্যদিকে কালিম্পং জেলার অবস্থাও একইরকম। সিটং এর কাছে কারমাট এলাকায় দুর্ঘটনা। এদিন একটি টিপার ট্রাক রাস্তা থেকে গড়িয়ে পরে খাদে। আর এতেই আহত চালক। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই এলাকার রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে প্রাণ হাতে করে চলাচল করতে হয় সাধারণ মানুষকে। দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের দাবি জানিয়েছেন স্থানিয় মানুষ। যখন তখন ব। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানিয়রা। উল্লেখ্য কিছুদিন আগে আলিপুরের চার পর্যটক এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটাগ্রস্থ হয়। এদিন আবার এই দুর্ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত মানুষজন।

নাবালিকা অপহরণ, চাঞ্চল্য মানিকচকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জানুয়ারি ঃ মালদার মানিকচকে এক নাবালিকা ছাত্রীর অপহরণের ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিবার অভিযোগ করে, থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন এবং জেলার পুলিশ সুপারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৭ জানুয়ারি নাবালিকার বাবা-মা মালদা শহরে কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তারা দেখেন, মেয়ে নিখোঁজ। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, একটি মোটরবাইকে করে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে তুলে নিয়ে গেছে। ঘটনার পরপরই মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন নাবালিকার পরিবার। নাবালিকার মা বলেন, আমার মেয়েকে পড়াশোনা করাতে চাই। পুলিশ যেন দ্রুত মেয়েকে উদ্ধার করে দেয়। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই। পুলিশ শাসক দলের নেতাদের চামচাগিরি করতে ব্যস্ত। অন্যদিকে, তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগকে সরাসরি খারিজ করে জানিয়েছে, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। তারা মানুষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। পুলিশ সুপারের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নাবালিকার সন্ধানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এক নির্দেশে ভ্রমণের খরচ কমে গেল কয়েকগুণ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জানুয়ারি ঃ রাজাভাতখাওয়া বক্সা গেটে পর্যটকদের থেকে বন দফতর কোনও টাকা নিতে পারবে না, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে এলে এরপর থেকে পর্যটকদের বেশি টাকা ব্যয় করতে হবে না জেনে খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি একাধিক বিষয় নিয়ে বন দফতরের আধিকারিককে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিবছর দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটকদের আগমন ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল রাজাভাতখাওয়া বক্সা গেটে বন দফতরের পক্ষ পর্যটকদের কাছ থেকে বেশি করে টাকা আদায় করা হয়েছিল। এই অভিযোগ শোনা মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আড়াই হাজার টাকা করে পর্যটকদের কাছ থেকে নিলে কেউ আর আসবে না এই বনে। বন দফতরের আধিকারিকদের কা।। বার্তা দেন তিনি। পর্যটকদের থেকে গেটে কোনও টাকা নেওয়া যাবে না। বক্সা পর্যটন নিয়ে এমনিতেই সংকটে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ৩২১_২০২৪-২৫, ৩২২_২০২৪-২৫, ৩২৩_২০২৪-২৫, ৩২৪_২০২৪-২৫ তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৫। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (৪), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস স্টেশন, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **ঃ ক্রম নং. ১; ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩২১_২০২৪-২৫; (ডিইএন/৪/এইচডব্লিউএইচ); কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/এনএইচটি শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (স্থান এনএইচটি-১০৪/৫০০ থেকে ১৪১/৮০০ (আপ এবং ডাউন), ১০৪/৫০০ থেকে ১৩০/০ (রেভ), ৪৫/৯০০ থেকে ৪৩/৭৪০ (আপ, ডাউন ও কমন/এল) এজেড লাইনের মধ্যে); **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ১,৪২,৩১,৪২৫.৬৯; **বায়না অর্থ ঃ ₹** ২,২১,২০০/-; **ক্রম নং. ২; ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩২২_২০২৪-২৫; (ডিইএন/৪/এইচডব্লিউএইচ); কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ -অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/আরপিএইচ শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (স্থান আরপিএইচ-৮৮/০ থেকে ১০৪/৫০০ (আপ, ডাউন এবং রেভ) এর মধ্যে); **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ১,৪২,১৬,১৪৬.৬৪; **বায়না অর্থ ঃ ₹** ২,২১,১০০/-; **ক্রম নং. ঃ ৩; ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩২৩_২০২৪-২৫; (ডিইএন/৪/এইচডব্লিউএইচ); কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/পিকেআর শাখার পাকুড়ে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এসবিজি লুপে কিমি ১৪১/৮০০ - ১৭২/২০০-এর মধ্যে; **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ১,২২,১৬,২৩২.৫৭; **বায়না অর্থ ঃ ₹** ২,১১,১০০/-; **ক্রম নং. ঃ ৪; ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩২৪_২০২৪-২৫; (ডিইএন/৪/এইচডব্লিউএইচ); কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের এসবিজি লুপে বিআর. নং. - ৫এফ, ৭৭, ৮৯, ১৩২, ১৪১, ১৪৩, ১৫২, ১৭২ আপ, ২০২ আপ, ২০৬ আপ এবং মেইন লাইন শাখায় ১৯০এ-তে গ্যাংওয়ে, সাইড পাথওয়ে, ম্যান রিফিউজ এবং টলি রিফিউজের ক্ষয়প্রাপ্ত/ছিদ্রযুক্ত এম.এস. চেকার্ড প্লেটগুলিকে স্টেইনলেস স্টিলের চেকার্ড প্লেট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং বর্তমান সাইড পাথওয়ে মজবুত করা; **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ১,১৪,০১,৮২১.০৭; **বায়না অর্থ ঃ ₹** ২,০৭,০০০/-; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** ক্রম নং. ১, ২, ৩ এবং ৪ প্রতিটির জন্য শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ক্রম নং. ১, ২ এবং ৩ প্রতিটির জন্য স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার পর থেকে ১২(বারো) মাস এবং ক্রম নং. ৪-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার পর থেকে ৬ (ছয়) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থপ্রদান** -ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়নার অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডারের নথির খরচ (টিডিসি) নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ-** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-562/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আমমোক্তার নামা

২৭.০৪.২০২৪ তারিখে 1000-IS/22/2024 নং মেমো দ্বারা প্রকাশিত আমমোক্তারনামা (POWER OF ATTORNEY) মূলে। মিউটেশান করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী।

আমমোক্তার গ্রহিতাঃ- শ্রী বাবলু দাস। পিতা ফনিভুষন দাস, সাং - শিবানন্দ বাটী, পোঃ- মুন্সিরহাট, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা -হাওড়া, পিন নং -৭১১৪১০।

আমমোক্তার দাতা ঃ- শ্রী শৈলেশ নবজ্জা, পিতা ''তিনকড়ি নবজ্জা, সাং- দফরপুর বকুলতলা, পোঃ ও থানা- ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, পিন নং-৭১১৪০৫।

২০ জুলাই ২০২১ সালে ADDI. DIST.-SUB-REGISTRAR BARGACHIA তে রেজিস্ট্রি হয়েছে। আমমোক্তারনামা দলিল নং 050801056

তপশীলঃ- মৌজা- শিবানন্দ বাটী, জেএল নং- ০৯ প্রজায় সাবেক ১০০ নং খতিয়ান থেকে আগত আর. এস. ১৬৯ / ১ ও ৫৩০ নং থেকে হাল এল. আর ও নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত ৫০৭৬ নং খতিয়ান। আর. এস ৪৮ নং দাগ হইতে হাল এল. আর ৪৭ নং দাগে বাগান ১. আনায় ০৮ শতক সম্পত্তি। ইহার মধ্যে ৩৯৮৮ অংশে ১ বন্দে ৩.১৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

আমমোক্তারনামা নিয়ে 22/MAR/2024 তারিখে 050101634 নং দলিল মূলে DSR-1, HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিসে এক ক্রেতাকে বিক্রয় করিয়াছে।

ক্রেতাঃ- সুরজিত আদক, পিতা উৎপল আদক গ্রাম ঃ- শিবানন্দবাটী, পোঃ - মুন্সিরহাট, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া।

এত দ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে যদি কাহার কোন আইনানুগ আপত্তি বা আদিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মুন্সিরহাট বি.এল.অ্যান্ড এল, আর ও অফিসে।

উত্তর পূর্ব রেলপথ

একক প্যাকেট সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে খোলা ই-টেন্ডার (টেন্ডার নোটিশ নং M/C & W/06/2024-25 তারিখ ২১.০১.২০২৫) ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক /Mec./C&W /বারাণসী উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আমন্ত্রিত- **কাজের বিবরণঃ** গাজীপুর শহরে যান্ত্রিক লন্ড্রিতে টার্নকি ভিত্তিতে শিল্প ওয়াশার কাম এক্সট্র্যাক্টর ক্ষমতা-১২০ কেজি এবং শুকানোর টাম্বলার ক্ষমতা-১২০ কেজি (বাষ্প উত্তপ্ত) সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং, আনুমানিক মূল্য ঃ ২২,৮৭,৫৬৮ /- (টাকা বাইশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশ আটষট্টি মাত্র) দরপত্রের নিরাপত্তা অর্থঃ ৪৫,৮০০ /- (টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশ মাত্র) দরপত্রের মূল্যঃ শূন্য (কর্তৃপক্ষ SGCC, ওয়ার্কস, এপ্রিল ২০২২) রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক জারি করা চিঠি নং 2022/CE-I/CT/GCC-2022/ নীতিমালা নয়াদিল্লি, তারিখ ২৭.০৪.২০২২) LOA ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২০ দিন, ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০.০২.২০২৫ **দুপুর ২.৩০ টায়** ই-টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ২০.০২.২০২৫ **দুপুর ৩.০০ টায়।** ● দরপত্রদাতারা ২০.০২.২০২৫ **দুপুর ২.৩০ টায় পর্যন্ত** অনলাইনে তাদের দরপত্র জমা দিতে পারবেন। ● সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে এবং দরপত্র আপলোড করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে যান।

সিনিয়র ডিএমই / সি এণ্ড ডব্লু, বারাণসী

CPRO/Mech-110

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

BAGDA GRAM PANCHAYAT

Vill-Gopalpur, P.O.-Gopalpur, Dist-Purulia

Notice Inviting e-Tender No-04/BGP/ 2024-25, Dated:- 22/01/2025

On behalf of the Pradhan, Bagda Gram Panchayat invites Tenders through E-Tendering for the work: Construction of PCC Road at Rasudih Village. Last date of submission of bid up to **04.02.2025 at 6:00 PM**. Bid Opening Date (Technical): **06/02/2025 at 12 Noon**. For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bagda Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৫ অব ২০২৫, তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহারে ঃ - দুই বছরের জন্য এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে উদ্যান পালন, ল্যান্ডস্কেপিং, ওয়াটার সাপ্লাই সহ কোশি গ্রিন ইকো-পার্কের (১০৯ একর) রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,০৩,৭৩১.৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮৬,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল দুখসাদ দেখ, পিতা মৃত আন্নেশ সেখ, সাং ও পোঃ বাড়ালা, থানা রঘুনখগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন নং ৭৪২২৩৫ মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাড়ালা মৌজাস্থিত এল. আর ৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৩০৯৮, ৩১০১ নং দাগের সম্পত্তি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর এ.সি.এস.আর অফিসের ।- ৫৩১০ / ২০১৪ বিক্রয় কবালা দলিলমূলে ১ / মনিকা রায় স্বামী বিজন কুমার রায়, সাং অভয়নগর ভক্তিকুঠী, পোঃ মায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, ২ / শিখা ব্যানার্জ্জী স্বামী প্রনয় চন্দ্র ব্যানার্জী, সাং ও পোঃ গোকর্ন, থানা কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, উক্ত বিক্রেতাদ্বয়ের পক্ষে জঙ্গিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত। -১৩৮৯৪ / ২০২৩ নং ও ।- ১৩৮৯৩ / ২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার সুব্রত চক্রবর্তী পিতা মৃত নীলরতন চক্রবর্তী সাং ও পোঃ বাড়ালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। তাহারা বর্তমানে B.L. & L.R.O., Raghunathganj-1 অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য মিউটেশন কেস করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O., Raghunathganj-1 অফিসে তাহাদের আপত্তি প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Nandan Mondal
Advocate, Jangipur Court
Mobile-8945885581

Raghunathpur Gram Panchayat

P.O- Baga, Dist-Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e - Tender from the resourceful and experienced biddersfor the execution of work(s) of the following **e-NITs, e-NIT No.10, E-NIT NO.11, E-NIT NO. 12 E-NIT NO. 13 & E-NIT NO. 14 2024-25 Dated 17/01/2025.** All information available**www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ** সি-৪৭০-জিএমইউ-সিএটিজি, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ** ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.২০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এটিএম-জিএমইউ-২৮-২২-১	আলটাগ্রাম
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এমআরডিজি-জিএমইউ-৬৮-২২-১	মরাডাঙা
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৫-২২-১	গৌরীপুর
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচওজে-জিএমইউ-৫৮-২২-১	হ্যামিল্টনগঞ্জ
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৯-২২-১	ঘোসকাডাঙা
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৮-২২-১	ঘোসকাডাঙা
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬১-২২-১	জলপাইগুড়ি রোড
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউজেড-জিএমইউ-৫৭-২২-১	গুমানিহাট
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-বিডিএস-জিএমইউ-২৯-২৩-১	বরদিঘি
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-কেসিএফ-জিএমইউ-৬৪-২২-১	কালচিনি
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঞ্জি ট্রফিতে পন্থ ১, গিলের ঝুলিতে মাত্র ৪, 'সহজ' ক্রিকেটই সবচেয়ে কঠিন!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রঞ্জি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে একঝাঁক তারকার দিকে নজর ছিল সকলের। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, শুভমন গিলদের আজ, বৃহস্পতিবার রঞ্জি ট্রফিতে অ্যাকশনে দেখা গিয়েছে। মুম্বইয়ের বিকেসি গ্রাউন্ডে ১৯ বলেই রোহিতের ইনিংস শেষ হয়। তাতে তিনি করেন মাত্র ৩ রান। পাশাপাশি ব্যাট হাতে দাগ কাটতে ব্যর্থ ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। ৮ বলে ৫ রান এসেছে তাঁর ব্যাটে। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের হতাশ করেছেন শুভমন গিল, ঋষভ পন্থরা। কত রান করলেন তাঁরা? খেললেনই বা

কেমন? পঞ্জাবের রঞ্জি ম্যাচ চলছে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। সেখানে পঞ্জাব টিমকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমন গিল। প্রভসিমরন সিংয়ের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন গিল। তাতে ৮ বলে তিনি করেন মাত্র ৪ রান। প্রথম ইনিংসে পঞ্জাব ৫৫ রানেই অল আউট। ১৬ রান করেন রমনদীপ সিং ও ১২ রান করেন মায়াঙ্ক মার্কণ্ডেয়। শুভমন গিলের পাশাপাশি ব্যাট হাতে নজর কাড়তে পারেননি ঋষভ পন্থ। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দিল্লির জার্সিতে রঞ্জি ট্রফিতে খেলছেন তিনি। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লির অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি। পাঁচ নম্বরে নামেন ঋষভ। ১০ বল খেললেও মাত্র ১ রান করেন দেশের তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার পন্থ। রঞ্জিতে খেলার কয়েকদিন আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনি টেস্টে পন্থ খারাপ খেলেননি। আর সেখানে রঞ্জিতে এসে রানই পেলেন না। দীর্ঘদিন পর বোর্ড ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নিয়মে কড়াকড়ি করেছে। যে কারণে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে তারকা উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতের ডেপুটি শুভমন গিলরাও রঞ্জি ট্রফিতে খেলছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর অনেক ক্রিকেটারের কাছে ঘরোয়া ক্রিকেট সহজ বলে মনে হয়। অনেকেই একবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার তকমা পেলে ঘরোয়া ক্রিকেটকে আর প্রাধান্য দেন না। আর সেই তাঁরাই কিনা ঘরোয়া ক্রিকেটে এসে সমস্যায় পড়ছেন। এমনই আলোচনা চলছে ক্রিকেট মহলে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেই ফিরছেন শামি!

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারিঃ ইডেন গার্ডেন্সে খেলা হয়নি। পরের ম্যাচে কি খেলতে পারবেন মহম্মদ শামি? নাকি আবারও তারকা পেসারের জায়গা হবে বেঞ্চেই? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় টি-২০র আগে দেশের ক্রিকেটমহলে ঘোরাফেরা করছে এই জল্পনা। শোনা যাচ্ছে, ইডেনের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একবছরেরও বেশি সময় পরে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টি-২০র দলেই রাখা হয়নি শামিকে। সূত্রের খবর, শামি নাকি পুরোপুরি ফিট নন। সেকারণেই তাঁকে এদিনের ম্যাচে দলে রাখা হয়নি। যদিও অনুশীলনে শামিকে প্রচণ্ড গতিতে পুরোদমে বোলিং

করতে দেখা গিয়েছে। শামির হাঁটুতে নাকি সামান্য ব্যথা হয়েছে, তার জন্য খুব সাবধানে হাঁটাচলা করছেন তারকা পেসার। এহেন পরিস্থিতিতে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে কি খেলতে পারবেন শামি? আগামী শনিবার চেন্নাইয়ে ফের খেলতে নামবে ভারত-ইংল্যান্ড। ভারতীয় দল সূত্রে খবর, সেখানে হয়তো একটা পরিবর্তন করা হবে প্রথম একাদশ। ইডেনে রবি বিষ্ণোইকে দলে রাখা হলেও তিনি কোনও উইকেট পাননি। অন্যদিকে দ্বিতীয় পেসার হিসাবে ভরসা রাখা হয়েছিল হার্দিক পাণ্ডিয়ার উপরে। কিন্তু ৪ ওভারে তিনি ৪২ রান দেন। তাই চেন্নাইয়ে বিষ্ণোইকে হয়তো বসানো হতে পারে। যদিও চেন্নাইয়ে ঘূর্ণি সহায়ক পিচ, তবু বিষ্ণোইকে হয়তো রাখা হবে না প্রথম একাদশে। তাঁর পরিবর্তেই শামিকে খেলানো হতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি শামি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তিনি যেন ম্যাচ প্র্যাক্টিস পান, সেজন্যই তাঁকে রাখা হয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে। শেষ পর্যন্ত শামি কি খেলতে নামবেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে?

ঠিক যেন মেলবোর্নের মতো, রোহিতের রঞ্জি কামব্যাক 'ফিনিশ' ১৯ বলেই!

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারিঃ যখন তিনি মাঠে নামলেন হাউসফুল গ্যালারি থেকে উপচে পড়ল হাততালি। চারিদিকে তাঁর নামে স্লোগান। এমন দৃশ্য যে রঞ্জি ট্রফির মুম্বই বনাম জম্মু ও কাশ্মীর ম্যাচে দেখা যাবে তা অনেকেই কল্পনা করেছিলেন। আর বৃহস্পতিবার সকালে হয়েছেও সেটাই। প্রায় এক দশক পর রঞ্জি ট্রফিতে ফিরলেন রোহিত শর্মা। সেই ২০১৫ সালে শেষ বার রঞ্জি ট্রফিতে তিনি খেলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। এ বার অবশ্য তাঁর রঞ্জিতে কামব্যাক রঙিন হল না। মুম্বইয়ের বিকেসি গ্রাউন্ডে জম্মু কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যেভাবে আউট হলেন রোহিত, তাতে অনেকের বক্সিং ডে টেস্টের কথা মনে পড়তে পারে। মেলবোর্নে অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বল তুলে মিড উইকেটে মারতে চেয়েছিলেন। কোমরের উচ্চতার বল তুলে লেগ সাইডে মারতে গিয়েছিলেন। ব্যাটের কোনায় লেগেছিল বক্সিং ডে টেস্টে। জম্মু ও কাশ্মীরের বোলার মীর পর পর ২টো মেডেন ওভার করেন। সেটা হয়তো রোহিতের গায়ে লেগে যায়। পরের ওভারে তাই রোহিত পিক আপ শট খেলতে গিয়েছিলেন। ব্যাটের কানায় লাগে এবং রোহিত আউট হন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ওপেনিংয়ে নামেন রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল। ১৯ বলে মাত্র ৩ রান করেন রোহিত। তাঁর পাশাপাশি ৮

বলে মাত্র ৫ রান করে মাঠ ছাড়েন ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। গত কয়েকদিন ধরে নেটে রোহিত ও যশস্বী ভালো অনুশীলন করছিলেন। তাঁদের থেকে যে কারণে অনেকের প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। যেহেতু চার দিনের ম্যাচ ফলে রোহিত আর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাবেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। আবার সুযোগ পেলেও হতে পারে অল্প সময় দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারেন রোহিত। এদিকে আবার রোহিত, যশস্বী সুযোগ পাওয়ায় মুম্বইয়ের তরুণ ক্রিকেটার আয়ুষ মাহত্রেকে বসাতে হয়েছে। এই মরসুমে ভালো খেলছিলেন তিনি। মনে মনে আয়ুষ হয়তো ভাবছেন রোহিতের মতো তারকার জন্য তাঁকে একাদশ থেকে বাদ পড়তে হল। এ বার দেখার দ্বিতীয় ইনিংসে রোহিত সুযোগ পেলে মান রাখতে পারেন কিনা।

আলকারাজের বিরুদ্ধে জিতলেও চিন্তা কমছে না জকোভিচের

মেলবোর্ন, ২৩ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন নোভাক জকোভিচ। হারিয়ে দিয়েছেন কার্লোস আলকারাজকে। কিন্তু চিন্তা কমছে না জকোভিচের। এখন তাঁর ভাবনা শারীরিক অবস্থা নিয়ে। ১০ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন জকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। কিন্তু ৩৭ বছরের জকোভিচ এখন দু'টি ম্যাচের মাঝে সুস্থ হতে বেশি সময় নিচ্ছেন। যা নিয়ে চিন্তা রয়েছে তাঁর। সেই সঙ্গে চোট রয়েছে কুঁচকিতে। জকোভিচ বলেন, ''২০২৩ সালেও আমার এই চোট ছিল। আমি একটা করে দিন ভেবে এগোতে চাই। এখন দ্রুত সুস্থ হওয়াই আমার লক্ষ্য। চিন্তা রয়েছে। শারীরিক অবস্থা নিয়ে সত্যিই চিন্তা রয়েছে। কিন্তু যদি আমি শারীরিক ভাবে ঠিক থাকি, তা হলে মানসিক ভাবেও ঠিক থাকব।'' জেরেভের বিরুদ্ধে লড়াই যে সহজ হবে না তা জানেন জকোভিচও। তিনি বলেন, ''জেরেভ দারুণ ফর্মে রয়েছে। প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছে ও। আমি ওর খেলা দেখেছি। হার্ড কোর্টে ও খুব কঠিন প্রতিপক্ষ।''

রিয়ালের ৫ গোলের জয়ে ব্রাজিলের ৪

মাদ্রিদ, ২৩ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বরাবরই অন্য রকম দল। তবে বদলে যাওয়া সংস্করণে নিজেদের খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। একপর্যায়ে তারা নেমে গিয়েছিল ২২ নম্বরে। তবে বুধবার রাতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দারুণভাবে নিজেদের শক্তি দেখিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। বুঝিয়ে দিয়েছে কেন তারা 'ইউরোপের রাজা'। সালজবুর্গকে রিয়াল হারিয়েছে ৫-১ গোলে। ঘরের মাঠে শুরুতে ব্রাজিলিয়ান রদ্রিগোর জোড়া গোলের পর লক্ষ্যভেদ করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এরপর জোড়া গোল করেন আরেক ব্রাজিলিয়ান ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও। অর্থাৎ রিয়ালের ৫ গোলের ৪টিই এসেছে দুই ব্রাজিলিয়ানের কাছ থেকে। শেষ দিকে এক গোল শোধ করে সালজবুর্গ। বড় ব্যবধানের এই জয়ে ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ১৬ নম্বরে উঠে এসেছে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা রিয়াল। পাশাপাশি শেষ ষোলোয় যাওয়ার নকআউটে খেলাও নিশ্চিত করেছে তারা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বুধবার রাতে বলের দখল রিয়ালের কাছে থাকলেও সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না তারা। প্রথম কয়েক মিনিট তো ঠিকঠাক আক্রমণেও যেতে পারেনি। তবে ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। শুরুর আড়ষ্টতা ভেঙে ম্যাচের ২৩ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে ভিনিসিয়ুসের পাস থেকে গোল করেন রদ্রিগো। গোল পেয়ে রিয়াল যেন অন্য রকম এক দল। আক্রমণের পর আক্রমণে যায় তারা। ৩৪ মিনিটে আবারও দৃশ্যপটে রদ্রিগো। এবার জুড বেলিংহামের অসাধারণ এক ব্যাকহিল পাসে গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল। বিরতির পর সালজবুর্গকে আর কোনো সুযোগই দেয়নি রিয়াল। ৪৮ মিনিটে সালজবুর্গ গোলরক্ষক জেনিস ব্লাচউইচের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে দলের তৃতীয় গোলটি করেন এমবাপে। আক্রমণের ধারায় ৫৮ মিনিটে গোলের খাতায় নাম লেখান ভিনিসিয়ুসও। দারুণ এক শটে গোল করে দলকে বড় জয়ের পথে আরেকটু এগিয়ে দেন এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। তবে এটুকুতেই থেমে যায়নি রিয়াল, থেমে যাননি ভিনিও। দারুণ এক প্রতি-আক্রমণ থেকে ৭৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস করে ম্যাচের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার পর এক গোল শোধ করে সালজবুর্গ যদিও সেটি সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একই রাতের অন্য ম্যাচে অঘটনের শিকার হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। ৩-০ গোলে জার্মান ক্লাবটি হেরে গেছে ফেইনুর্দের কাছে। তবে একই ব্যবধানে দিনামো জাগরেভকে ঠিকই হারিয়েছে আর্সেনাল। আর ১-০ গোলের জয় পেয়েছে দুই প্রতিবেশী ইন্টার মিলান ও এসি মিলান। ইন্টার স্পার্তা প্রাহাকে এবং মিলান হারিয়েছে জিরোনাকে।

ইয়োয়েলের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনায় মুম্বই

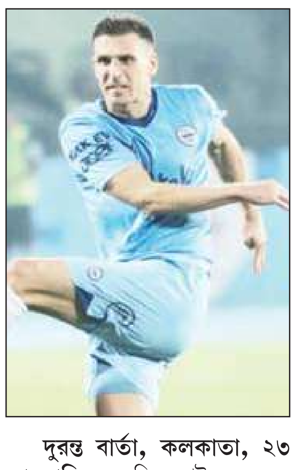

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ চলতি আইএসএলের শুরুটা ভালো ছিল না মুম্বই সিটি এফসির। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে ড্র করেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল পেট্র ক্র্যাটকির ছেলেরা। এমনকি দ্বিতীয় ম্যাচে ও আটকে যেতে হয়েছিল জামশেদপুর এফসির কাছে। পরবর্তীতে ফের দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। চেন্নাইয়িন এফসি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব এফসি হোক কিংবা নর্থইস্ট ইউনাইটেড। আইএসএলের একাধিক ফুটবল দলের কাছে আটকে যেতে হয় আইএসএল জয়ী এই দলকে। প্রভাব পড়েছিল লিগ টেবিলে। সেই নিয়ে হতাশ ছিল সকল সমর্থকরা। এবার বদলে গিয়েছে সমস্ত কিছু। আসলে পেট্র ক্র্যাটকির হাত ধরে এই সিজনে ও চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেই নিয়ে এখনও থেকে গিয়েছে ধোঁয়াশা। তবে গত কয়েকটি ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করার পাশাপাশি প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এফসির সঙ্গে অমীমাংসিত ফলাফলে ম্যাচ শেষ করার সুবাদে প্রথম ছয়ের লড়াইয়ে ফিরে আসে মুম্বই। টুর্নামেন্টের নক আউটে নিজেদের সুযোগ করে নেওয়াই প্রধান লক্ষ্য এই দলের। সেক্ষেত্রে ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেজের পাশাপাশি নিকোলাওস কারেলিস এবং বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের মতো ফুটবলারদের উপরেই ভরসা রাখবেন মুম্বই কোচ। এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, দলের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে এবার নাকি ইয়োয়েল ভ্যান নিফের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি ম্যানেজমেন্ট। হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই ডাচ ফুটবলারের। তবে এবার নাকি আরও দুইটি মরসুমের জন্য তাঁকে দলে রাখতে চলেছে মুম্বই সিটি এফসি। সেক্ষেত্রে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে পারে এই তারকা মিডফিল্ডারকে। যা নিঃসন্দেহে খুশি করবে সকল সমর্থকদের। তবে তিনি একানন। আগামী মরসুমের জন্য আরও বেশ কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে পারে মুম্বই সিটি এফসি। সেক্ষেত্রে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু। যেদিকে নজর রয়েছে দেশের সকল ফুটবলপ্রেমীদের।

মাঠের বাইরে কেকেআরের ধনী ক্রিকেটার, অনিশ্চিত আইপিএলে

তিরুঅনন্তপুরম, ২৩ জানুয়ারিঃ আইপিএলের আগে চিন্তা একটু হলেও বেড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সমর্থকদের। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলতে গিয়ে গোড়ালি মচকে গিয়েছে বেঙ্কটেশ আয়ারের। যন্ত্রণায় মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। এ বারের নিলামে বেঙ্কটেশকে ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় নিয়েছে কেকেআর। তিনি খেলতে না পারলে ধাক্কা খাবে কলকাতা। রঞ্জিতে মধ্যপ্রদেশ বনাম কেরল ম্যাচে ঘটেছে এই ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের ৪ উইকেট পড়ার পরে ব্যাট করতে নামেন বেঙ্কটেশ। ইনিংসের তৃতীয় বলেই তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যায়। মাঠেই পড়ে যান বেঙ্কটেশ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। মাঠে ফিজিয়ো গিয়ে তাঁর চোট পরীক্ষা করেন। তার পরে মাঠ ছাড়েন বেঙ্কটেশ। সাজঘরে বেশ কিছু ক্ষণ চিকিৎসা হয় বেঙ্কটেশের। তার পরে দেখা যায়, সাজঘরে একটি পায়ে প্যাড পরে বসে রয়েছেন তিনি। তাঁর ডান পা একটি চেয়ারের উপর রাখা ছিল। পরে অবশ্য আবার খেলতে নামেন বেঙ্কটেশ। ৮০ বলে ৪২ রান করেন তিনি। কিন্তু হাঁটার সময় বোঝা যাচ্ছিল, পায়ে ব্যথা হচ্ছে তাঁর। ২০২৪ সাল ভাল গিয়েছে বেঙ্কটেশের। ঘরোয়া ক্রিকেটে ১৫টি ম্যাচে ৩৭০ রান করেছেন তিনি। ৪৬.২৫ গড় ও ১৫৮.৭৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন বেঙ্কটেশ।

নেই জোভানোভিচ, বাড়তি অ্যাডভান্টেজ বাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ গত দুইটি ম্যাচ ধরে একেবারেই ছন্দে নেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। নতুন বছরের শুরুতে দুর্বল হায়দরাবাদ এফসিকে পরাজিত করেছিল দল। তারপর সেই ধারা বজায় রেখেই হাইভোল্টেজ ডার্বি ম্যাচে জয় সুনিশ্চিত করে শুভাশিস বসুরা। কিন্তু পরবর্তীতে অ্যাওয়ে ম্যাচে খেলতে গিয়েই পয়েন্ট খোয়াতে শুরু করে গতবারের লিগ শিল্ড জয়ীরা। শেষ দুই ম্যাচে জামশেদপুর এফসির পাশাপাশি ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে ও পয়েন্ট নষ্ট করে মেরিনার্সরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। তবুও এক্ষেত্রে ১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে মোহনবাগান। বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও পয়েন্ট নষ্ট হওয়ায় যথেষ্ট অখুশি বাগান কোচ জোসে মোলিনা। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২৭শে জানুয়ারি নিজেদের ঘরের মাঠে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। বলাবাহুল্য, এবারের এই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম লেগে কান্তিরাভার বুকে এই দলের কাছে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত হতে হয়েছিল বাগান ব্রিগেডকে। সেই ধাক্কা ভুলে এবার এই দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য জেসন কামিন্সদের। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করছেন দলের সকল ফুটবলাররা। তবে এমন হাইভোল্টেজ ম্যাচে আলেকসান্ডার জোভানোভিচকে মাঠে পাবে না জেরার্ড জারাগোজার বেঙ্গালুরু এফসি। যা কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখবে বেঙ্গালুরু এফসির কোচকে। আসলে গত বুধবার নিজেদের ঘরের মাঠে শক্তিশালী ওডিশা এফসির বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। একটা সময় সেই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান ধরে রাখা সম্ভব হয়নি আইএসএল জয়ী এই দলের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল সার্জিও লোবেরার ওডিশা এফসি। সেই সময় প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামাল দিতে গিয়েই দেখা দেয় বিপত্তি। লাল কার্ড দেখতে হয় জোভানোভিচকে। রেফারির এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি বেঙ্গালুরুর ফুটবলাররা। তবুও পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার আক্রমণে উঠে আসতে শুরু করেছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

ম্যান সিটিকে খাদের কিনারায় পাঠিয়ে প্রত্যাবর্তনের রূপকথা লিখল পিএসজি

প্রথমার্ধে নেই কোনো গোলের দেখা। বিরতির পর গোল হলো মুড়িমুড়কির মতো! তিন মিনিটে দুইবার জালের দেখা পেল ম্যানচেস্টার সিটি। পরের সাত মিনিটেই সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল পিএসজি। পরে আরও দুটি গোল করে ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ এক গল্প লিখল ফরাসি দলটি।

প্যারিস, ২৩ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে আগের রাতেই প্রত্যাবর্তনের অনবদ্য এক গল্প লিখেছিল বার্সেলোনা। বেনফিকার বিপক্ষে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়েও ৫-৪ গোলে জিতেছিল বার্সা। বুধবার রাতে সেই বার্সার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই হয়তো মাঠে নেমেছিল পিএসজি। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত এক রূপকথার গল্প লিখল প্যারিসের ক্লাবটি। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে টিকে থাকার ম্যাচে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিএসজি জিতেছে ৪-২ গোলে। রূপকথা লিখে পাওয়া জয়ে শেষ ষোলোর আশা দারুণভাবে বাঁচিয়ে রাখল পিএসজি। পয়েন্ট তালিকায় ২৬ নম্বর থেকে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ২২ নম্বরে এল তারা। অন্যদিকে প্রিমিয়ার লিগে ধুঁকতে থাকা সিটি চ্যাম্পিয়নস লিগেও পৌঁছে গেল খাদের কিনারায়। শেষ ষোলো নিশ্চিত করার জন্য প্লে-অফ খেলতে হলে শেষ ম্যাচে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে জিততেই হবে তাদের। তবে ৭ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২৫ নম্বরে থাকা সিটি এই মুহূর্তে বাদ পড়াদের সারিতেই আছে। সকালের সূর্য নাকি দিনে পূর্বাভাস দেয়। প্যারিসেও রোমাঞ্চের ইঙ্গিতটা ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল। প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই দল। ম্যাচের প্রথম সুযোগটা অবশ্য পিএসজিই পেয়েছিল। তবে সিটি গোলরক্ষক এদেরসন সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন দলকে। ১০ মিনিটে আবার অল্পের জন্য সুযোগ হাতছাড়া করে পিএসজি। শুরুর ধাক্কা সামলে দ্রুত আক্রমণে যায় সিটিও। ১৩ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার শট ঠেকান

পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। গোল না পেলেও দুই দলের আক্রমণাত্মক ফুটবল ম্যাচটাকে রোমাঞ্চকর করে তোলে। দুই দলই এ সময় চেষ্টা করে গোল আদায়ের। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের ধারায় ২৭ মিনিটে আবারও অল্পের জন্য গোল পাওয়া হয়নি পিএসজির। গোললাইন থেকে বল ফেরান সিটি ডিফেন্ডার ইউস্কো গাভারদিওল। উভয়ের গোল ফিরিয়ে দিলেও আক্রমণের উত্তাপ কিন্তু কমেনি। ঝুম বৃষ্টির মধ্যেও দুই দল চেষ্টা করে যাচ্ছিল গোল আদায়ের। ৩৯ মিনিটে আবার আক্রমণে গিয়ে সুযোগ তৈরি করে সিটি। তবে এবারও পোস্টের সামনে দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে যান দোন্নারুম্মা। সিটি না পারলেও প্রথমার্ধের শেষ দিকে ঠিকই গোল আদায় করে নেয় পিএসজি। তবে আশরাফ হাকিমির করা সেই গোলটি বাতিল হয় অফ সাইডের কারণে। বিরতির পর দুই বদল নিয়ে মাঠে নামে সিটি। জ্যাক গ্রিলিশ আসেন সাভিনিওর জায়গায় আর রিকো লুইস আসেন রুবেন দিয়াজের জায়গায়। এই বদল ম্যাচও বদলে দেয়। ৫০ মিনিটে গোল করেন বদলি নামা গ্রিলিশ। ইংলিশ তারকার গোলের ৩ মিনিট পর সিটিকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন আর্লিং হলান্ড। তখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটা পিএসজির হাত ফসকে গেছে। কিন্তু কে জানত, নাটকের সবটাই তখনো বাকি। নাটকের প্রথম অঙ্কটা ৫০ থেকে ৫৩ মিনিটের মধ্যে মঞ্চস্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্ক মঞ্চস্থ হয়েছে ৫৬ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে। ৫৬ মিনিটে উসমান দেম্বেলে প্রথমে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। এরপর ৬০ মিনিটে দারুণ এক গোলে ব্রাডলি বারকোলা অবিশ্বাস্যভাবে সমতায় ফেরান পিএসজিকে। অর্থাৎ ম্যাচের প্রথম ৫০ মিনিট গোল না হওয়া ম্যাচটিতে ১০ মিনিটেই হলো ৪ গোল। মূলত দুই গোল হজম করার পরই দারুণ নৈপুণ্যে ঘুরে দাঁড়ায় প্যারিসের ক্লাবটি। আক্রমণের পর আক্রমণে কাঁপিয়ে দেয় সিটিকে। সমতা ফিরিয়েও আর গতি কমায়নি দলটি। নান্দনিক ও পাসিং ফুটবল খেলে একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যায় তারা। যার সুফল সিটি পায় ৭৮ মিনিটে, গোল করেন জোয়াও নাভাস। পিছিয়ে পড়া সিটি অবশ্য চেষ্টা করেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। কিন্তু ভাগ্য আর ফেরেনি। উল্টো ম্যাচের শেষ দিকে গনসালো রামোসের গোলে ৪-২ ব্যবধানে হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com